জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মেসিকে হুমকি

বিশ্বকাপ চলাকালীন মেসিকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ফাঁস করেছে স্পেনের এক সংবাদপত্র। নানারকমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে মেসি ও আর্জেন্টিনা টিমকে। সামাল দিয়েছে নিরাপত্তাকর্মীরা

ফের নিম্নচাপ

বাংলার উপকূলে ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। রবিবার ও সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। জারি হলুদ সতর্কতা

বাণিজ্যিক লেনদেনে এবার ইউপিআইয়ে বাড়তি চার্জ

নেই নজরদারি, আরজি করে উধাও চিকিৎসাধীন ২ রোগী

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৬৯ ● ৯ অগাস্ট, ২০২৬ ● ২৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 69 ● JAGO BANGLA ● SANDAY ● 9 AUGUST, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

হালিসহরে পুলিশি লকআপে নৃশংসভাবে খুন তৃণমূলকর্মী

প্রতিবেদন : পরিবর্তনের রাজ্যে রক্ষকই এখন ভক্ষক! পুলিশ হেফাজতে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তৃণমূলকর্মীকে খুন করা হল। বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে পুলিশি সন্ত্রাসের নির্মম বহিঃপ্রকাশের সাক্ষী থাকল হালিসহর। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী বিরজু কেওটকে থানায় নিয়ে গিয়ে অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হয়! মৃত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, হাত-পা বেঁধে আমার স্বামীকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে, হাতে-পায়ে বাঁধার দাগ স্পষ্ট, কান থেকে রক্তও বেরিয়েছে। শরীরের পিছনেও প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই ছবি প্রকাশ করে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিহতের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বলেন। পাশে থাকার আশ্বাস দেন। নেত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে যান রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি জানিয়েছেন, দল পরিবারের পাশে রয়েছে। আমরা এর বিচার চাই। তৃণমূলের সাফ কথা, পুলিশি হেফাজতে থাকা যেকোনও নাগরিকের জীবন ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা পুলিশ প্রশাসনের সাংবিধানিক ও আইনি দায়িত্ব। অথচ আজ রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ! এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় পাল বলেন, আজ কোনও মিডিয়াতে খবর নেই। (এরপর ১০ পাতায়)

পরিবারের পাশে নেত্রী

মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী জেনি শর্মা কেওটকে ফোন করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তোমাকে শক্ত থাকতে হবে। দুই সন্তানকে মানুষ করতে হবে। চাকরি, টাকা নয়, স্বামীকে ফেরত চাই বলে বিজেপির কাছে যে দাবি জানিয়েছে, তার জন্য আমরা গর্বিত। দল সাধ্যমতো তোমার পাশে থাকবে।

থানায় ডেকে তৃণমূল কর্মীকে পুলিশি অত্যাচারের নিদর্শন।

কে সুরক্ষা দেবে সাধারণ মানুষকে প্রশ্ন অভিষেকের

প্রতিবেদন : এফআইআরে নাম নেই, তার পরও থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার। এমনই নির্যাতন যে সেই ব্যক্তি আর জীবিত ফিরে এল না! এ কেমন পুলিশ? কে সুরক্ষা দেবে সাধারণ মানুষকে? পরিবর্তনের জমানায় আইনের শাসন বলে কিছু নেই রাজ্যে! উত্তর ২৪ পরগনার হালিসহরে পুলিশ হেফাজতে তৃণমূলকর্মী বিরজু কেওটের মৃত্যুর ঘটনায় গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লেখেন, এফআইআরে নাম না থাকা সত্ত্বেও যখন কোনও ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় এবং তিনি আর জীবিত ফিরে না আসেন— তখন বিষয়টি কেবল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্ধু

বন্ধু আমার থাকো কোথায়
কোন সুদূরের নির্জন পুরে
আঁখি দিয়াতে জলে উন্মুক্ত ঘূর্ণি
কণ্ঠ কেন তোমার স্তব্ধ সুরে।।

নয়নতীরে নয়ন ভাসে
কবে কখন বন্ধু আসে
ভেবেছিলাম তুমি যাযাবর শিশু
মেরির কোলের শান্ত যিশু।।

ছুটেছিলে এক মরুবিজয়ে
বিজয়কেতন ওড়াবে জয়ে
উল্কা ঝড়ের বরফ সাদায়
রেখে গেলে সব নিজেরে হারিয়ে।।

লঙ্ঘিতে গেলে হিমালয়
আর নজর সপ্তর্ষিতে
হিমাচলের হিমশীতল শীর্ষে
ঘুমিয়ে গেলে বরফ ধরণীতে।।

তাজা ফুলে, ফুলদানি ভরে
অপেক্ষা করে আলোক বৃষ্টি
বন্ধু আমার আসে না ফিরে
বাঁধ ভাঙে, ভাঙে নয়ন বৃষ্টি।।

ছুটে গেলেন সাংসদ দোলা সেন

প্রতিবেদন : দলের কর্মী পুলিশি হেফাজতে খুন। খবর আসার পরেই নেত্রীর নির্দেশে হালিসহরে সাংসদ দোলা সেন। দেখা করলেন দলের কাউন্সিলর তথা মৃত বিরজুর স্ত্রী জেনির সঙ্গে। জেনি খুব শক্ত মেয়ে। দোলা ঘটনাস্থল থেকে বললেন, চাপের কাছে মাথানত করেনি। পুলিশকে স্পষ্টভাবে বলেছে, টাকা নয়, চাকরি নয়, আমার স্বামীকে ফেরত দিন। জেনি কোথায় কোথায় ঘটনা ঘটেছে এবং পুলিশ কী করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেন দোলাকে। শুক্রবার সকালে একটি মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করে বেশ কয়েকজনকে। তার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় বিরজুকেও। যদিও বিরজুর নাম এফআইআরে ছিল না। কোনওদিন কোনও মামলাও হয়নি। থানা থেকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত পাওয়ার পরেই রাতে পুলিশ পিটিয়ে খুন করে বিরজুকে। শনিবার কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে পাঠিয়ে মৃত ঘোষণা করে দেহ মর্গে পাঠিয়ে দেয়। বিরজুর স্ত্রী কাউন্সিলর জেনি জানাচ্ছেন, গ্রেফতারের খবর শুনে শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ তিনি লকআপে দেখা করেন স্বামীর সঙ্গে। জামাকাপড়ও দিয়ে আসেন। সেই সময় সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। জেনি বলেন, মামলার আইও রাজীব রাতে হাত-পা বেঁধে অমানুষিক মারধর করে। (এরপর ৬ পাতায়)

জেনির সঙ্গে নেত্রীর প্রতিনিধি দোলা সেন।

রক্তাক্ত রাজ্য খুন ২ তৃণমূলকর্মী

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ ও মালদহ : বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলীয় কার্যালয় ভাঙা বা দখলের পাশাপাশি তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। তাতেই প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন এক স্কুলশিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা। নাম নজরুল ইসলাম। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুরের মাদারিপুর এলাকার ঘটনা। অভিযোগের তির বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। একই দিনে রাতের অন্ধকারে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরের ইকতা বাজারে এক তৃণমূলকর্মীকে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম নাসিরুদ্দিন (২৬)। বাড়ি পঞ্চানন্দপুর এলাকাতেই।

রামগঞ্জের রাজাভীম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন নজরুল। পাশাপাশি, তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চোপড়া ব্লক সভাপতিও। বাড়ি চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালাগছ এলাকায় হলেও দীর্ঘদিন ইসলামপুরেই থাকতেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ট্যাক্স-সংক্রান্ত কাজও করতেন বলে জানা গিয়েছে। (এরপর ৬ পাতায়)

গুলিবিদ্ধ নজরুল ইসলাম হাসপাতালের পথে। ডানদিকে নাসিরুদ্দিন

তারিখ অভিধান

১৯৭০

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (১৮৮৯-১৯৭০) প্রয়াণদিবস। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। দেশবন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণ কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন। চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের পর কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। স্বাধীনতার পর পূর্বপাকিস্তানে অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। পরে তাঁর রাজনৈতিক কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সে-দেশের সরকার। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন সংবর্ধনার জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রয়াত হন এই অগ্নিপুরুষ।

১৭৭৬

অ্যাভোগাড্রো (১৭৭৬-১৮৫৬) এদিন ইতালির তুরিনে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানের জগতে তাঁর সূত্র নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিল। একই উষ্ণতা ও চাপে সম-আয়তন সকল গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকে, এ কথা প্রথম উঠে আসে এই সূত্রের মাধ্যমেই। এক মৌলবস্তুতে অণু, পরমাণু, আয়ন ইত্যাদির মতো প্রাথমিক জিনিসগুলোর সংখ্যাকে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান ৬.০২৩X১০২৩।

১৭৯৪

নেপোলিয়নকে গ্রেফতার করল রোবস্পিয়ারের সাগরেদরা। ফ্রান্সে তখন সন্ত্রাসের শাসন আর নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর জেনারেল। জেনোয়াতে গিয়েছিলেন কূটনৈতিক কাজে। দেশে ফেরামাত্র দেশদ্রোহী সন্দেহে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য দু সপ্তাহের মধ্যে তিনি ছাড়াও পান, ফিরে আসেন স্বপদে।

১৯৪৫

জাপানের নাগাসাকিতে দ্বিতীয় আণবিক বোমা ফেলল আমেরিকা। প্রাথমিকভাবে টার্গেট ছিল কোকুরা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে টার্গেট বদলে হয় নাগাসাকি। এর আগে ৬ অগাস্ট হিরোশিমাতে একই ধরনের বোমা ফেলে ধ্বংসাভিযান চালিয়েছে তারা। এই বোমার সাংকেতিক নাম ছিল 'ফ্যাট

ম্যান'। এদিনই মারা যায় ৭০ হাজার নাগাসাকিবাসী। পরবর্তী পাঁচ বছরে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার জেরে প্রাণ হারান কিংবা মারাত্মক ব্যাধির শিকার হন আরও প্রায় দু লক্ষ মানুষ। এই দুটি বোমাই জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল।

১৯৪২

ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' স্লোগান ঢেউ তুলল আসমুদ্র হিমাচলে। স্বাধীনতার দাবিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াল দেশের কোনায় কোনায়। কংগ্রেসের প্রধান

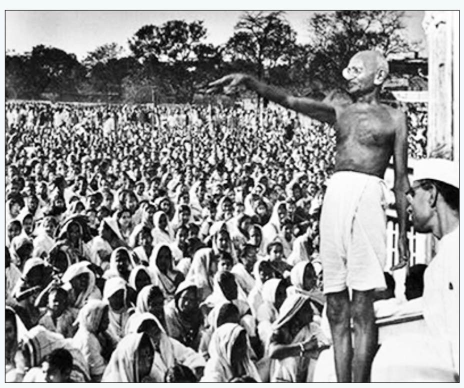

নেতারা জেলবন্দি হলেন। কিন্তু জনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। গণবিদ্রোহের সেই আঁচের পরিণতিতে এর পাঁচ বছর পর এল সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

নিরাপত্তার বার্তা

■ পথদুর্ঘটনা রোধে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ির 'উজ্জীপণ মাইম থিয়েটার'। শনিবার শহরের বিভিন্ন প্রধান রাস্তা ও ব্যস্ততম মোড়ে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তার বার্তা দিলেন আসাম থেকে আগত শিল্পীরা। শব্দহীন অভিনয়ের জাদুতে শহরবাসীকে ট্রাফিক আইনের গুরুত্ব বোঝানোর এই প্রচেষ্টা নজর কেড়েছে সকলের।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৮৯

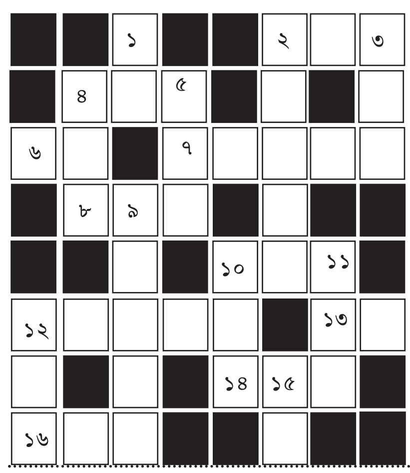

পাশাপাশি : ২. জ্ঞানবান ৪. শিষ্টাচার, ভদ্রতা ৬. বেষ্টন ৭. নিয়ম করা ৮. লাভ ১০. অবয়ব, দেহ ১২. সম্মানিত পদ ১৩. বদান্যতা, অনুগ্রহ ১৪. তাজা ১৬. চামুণ্ডা, চণ্ডী।

উপর-নিচ : ১. গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব ২. প্রেম-প্রীতির সম্পর্কচ্ছেদ ৩. কন্যা ৪. পর্দা, আবরণ ৫. বস্ত্র ৯. ভক্ত লোকজন, ভক্তবৃন্দ ১০. আহার, ১১. খাতির, মর্যাদা ১২. সঞ্চার ১৫. যা ধর্মবিরুদ্ধ নয়, ন্যায্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৮৮ : পাশাপাশি : ১. পাঁচকাহন ৪. লালচ ৫. এলোমেলো ৬. মহাবীর ৮. ভদ্রতা ৯. টুনিবাল্ব। **উপর-নিচ :** ১. পাঁচচুলো ২. কাঞ্চনী ৩. নন্দকুমার ৫. এক আধটু ৬. মনোভব ৭. বাহবা।

১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১০৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৪০০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩২২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫২	৯৬.৩৭
ইউরো	১১০.৪০	১১১.৫৫
পাউন্ড	১২৮.৮৫	১৩০.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

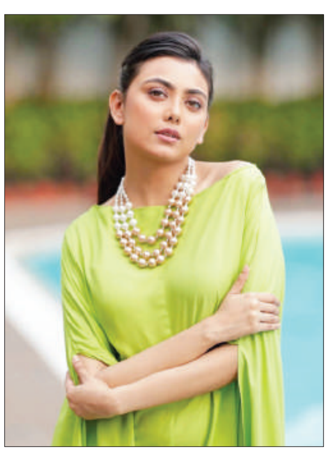

■ ইধিকা পাল

■ ৩০ তম বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে অপরাজিতা আঢ্য

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

স্কুলের গেটের সামনে আবর্জনার পাহাড়। তা থেকে দুর্গন্ধ। দীর্ঘদিন ধরে সমাধান না হওয়ায় লিলুয়ার স্টার্ক রোডের বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। অবিলম্বে আবর্জনা সরানোর দাবি জানান

ডিপ-টেকে ১৩৭৭ কোটির কেলেঙ্কারি মোদি সরকারের

নয়া দুর্নীতি ফাঁস

২২টি বেসরকারি সংস্থাকে ঋণ ২১৯২ কোটির

১৫টি কোম্পানিকে ১৩৭৭ কোটি টাকা

প্রতিবেদন : গত বারো বছরে এক কেলেঙ্কারির সরকারে পরিণত হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। প্রতিদিনই উঠে আসছে একের পর কেলেঙ্কারি। রামমন্দিরের প্রণামী চুরির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ফের সামনে এল মোদি সরকারের নয়া কীর্তি। বেসরকারি ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তি, সেমি কন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা ডিপ-টেক গবেষণাকে উৎসাহ দিতে ১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল (আরডিআই) গড়েছে কেন্দ্র। এর উদ্দেশ্য, গবেষণার স্বার্থে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে, ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে ২২টি বেসরকারি সংস্থাকে মোট ২,১৯২ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। তবে এখানেই লুকিয়ে মোদি সরকারের আসল কীর্তি! এই ঋণ বণ্টন নিয়েই এবার একরাশ অভিযোগ। এক বিরাট আর্থিক দুর্নীতি। জানা গিয়েছে, ঋণপ্রাপ্ত ১৫টি সংস্থার সঙ্গেই যোগ রয়েছে খোদ নির্বাচন কমিটির সাত সদস্যের। তার মানে, যাদের সংস্থাগুলিকে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারাই বকলমে সেই সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত! আরও অভিযোগ, ওই ১৫টি কোম্পানির জন্যই নাকি মোট ১,৩৭৭ কোটি টাকারও বেশি অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই ভয়ঙ্কর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে নিয়ে সংসদে সরব হন কংগ্রেস সাংসদ প্রবীণ চক্রবর্তী। কংগ্রেস নেতা পবন খেরাও এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তবে মোদি সরকার নির্বিকার। গত ৩০ জুলাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সাফাই দেন, নির্বাচিত সংস্থাগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক থাকার কথা আগেই নাকি প্রকাশ করেছিলেন ওই সাত সদস্য। তবে তাঁদের বিনিয়োগের ধরন বা পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি। পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর জানায়, সমস্ত নির্বাচন শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, মোট ১২৪টি সংস্থা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল। তাদের বাছাই করার দায়িত্ব ছিল ১২ সদস্যের একটি বিনিয়োগ কমিটি তথা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (টিডিবি) হাতে। কমিটিতে ছিলেন প্রযুক্তি জগতের ১১ জন বিশেষজ্ঞ এবং ভোটাধিকারহীন এক সরকারি প্রতিনিধি। এঁরাই ২২টি সংস্থাকে ঋণ প্রদানের জন্য বাছাই করে। অভিযোগ, এর মধ্যে ১৫টির সঙ্গে টিডিবির সাত সদস্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তালিকায় প্রথমেই নাম রয়েছে কমিটির চেয়ারম্যান তথা ইন্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ শ্রীবাস্তবের। অভিযোগ, কেবল তাঁর সঙ্গেই ন'টি সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে পুণের নককার্ক রোবোটিক্সে ০.৭৫ শতাংশ ব্যক্তিগত শেয়ার রয়েছে সৌরভের। সংস্থাটি আরডিআই তহবিল থেকে ১১.৪১ কোটি টাকা পেয়েছে। একইভাবে টাটা ইন্ডাস্ট্রিজের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর তথা টিডিবির অন্যতম সদস্য কে আর এস জামওয়ালের সঙ্গে তেজস নেটওয়ার্কস, মনাস্ত্র স্পেস, থিঙ্কমেটাল-সহ সাতটি সংস্থার যোগ রয়েছে বলে দাবি।

যদিও অভিযুক্ত সাত সদস্যই অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, আরডিআই তহবিলের নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনও সংস্থার সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক থাকলে, সেই সংস্থার আবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদনের সময় সংশ্লিষ্ট সদস্য বৈঠক থেকে সরে দাঁড়ান। কংগ্রেস সাংসদ প্রবীণ চক্রবর্তীর অবশ্য বক্তব্য, তিনি কারও বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করছেন না। তাঁর উদ্বেগ সরকারি অর্থ ব্যবহারের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিয়ে। তাঁর মতে, ডিপ-টেক গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তহবিল বণ্টনের কমিটিতে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বাণিজ্যিক স্বার্থহীন বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত।

বিজেপি-রাজত্বে বাড়ছে মহিলা-নাবালিকা ধর্ষণ

পরিবর্তনের বাংলায় নারী নিরাপত্তা ধুলোয় মিশেছে

কোথায় প্রতিবাদ? নীরব সুশীল সমাজ

প্রতিবেদন : পরিবর্তনের বাংলায় ধুলোয় মিশেছে নারী-নিরাপত্তা। যে মমান্তিক ঘটনাগুলি প্রায় প্রতিদিনই বাংলার মানুষের সামনে আসছে, তাতে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে বিজেপির রাজত্বে প্রশ্ন উঠে পড়ছে প্রতিনিয়ত! মহিলা ও নাবালিকাদের ওপর যৌন হেনস্থার প্রতিটি ঘটনাই সেই উদ্বেগজনক প্রশ্নটিই সামনে নিয়ে আসছে— কোথায় প্রতিবাদ? কোথায় জবাবদিহি চেয়ে বিক্ষোভ? এখন আর কারও ক্ষোভ নেই! জবাবদিহিতা নেই! আর পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছেন মহিলারা! তথাকথিত সুশীল সমাজ আজ নীরব!

আলিপুরদুয়ারে চলন্ত মহানন্দা এক্সপ্রেসে ধর্ষিতা হলেন এক আদিবাসী তরুণী। দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকেও বিশেষভাবে সক্ষমদের কামরায় ধর্ষণ করা হল। রেল এই অপরাধের দায় এড়াতে পারে না। দায় এড়াতে পারে না রাজ্য প্রশাসনও। শুধু গ্রেফতার করে এই অপরাধ দমন করা যাবে না। বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সকালে ধরে বিকেলে খরচ করার যে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, তা দিয়ে হাততালি কুড়োনো যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। ঠিক এখানেই প্রশ্ন, একসময় মহিলাদের পক্ষে কথা বলার দাবি করত যারা, তারা আজ কেন একেবারে নীরব? তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর থেকেই তাদের ক্ষোভ উবে গিয়েছে। বিজেপি সরকার মহিলাদের ও শিশুদের ওপর ক্রমবর্ধমান নৃশংসতার মোকাবিলা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করার পরিবর্তে, বিজেপি সরকার এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত বোধ করছে এবং ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচারের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

তাই প্রশ্ন, বাংলা কি এই পরিবর্তনই চেয়েছিল? মহিলাদের যখন ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে, তখন বিজেপির সেই বহুল প্রচারিত 'ভয় আউট, ভরসা ইন' স্লোগানটি আজ সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে। রাজ্যের সর্বত্রই ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনা এতটাই বেড়েছে যে, এটাই প্রমাণ করছে, বিজেপির রাজ্যে 'ভয় ইন, ভরসা আউট'।

দিকে দিকে কোণঠাসা বালিশপন্থীরা

প্রতিবেদন : দিকে দিকে কোণঠাসা বালিশপন্থীরা। আয়ুব হোসেন টিপুর নেতৃত্বে তেঘরি পঞ্চায়েত সম্পূর্ণভাবে দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। নাসিমা বিবি প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তেঘরি নয়, আরও অনেক পঞ্চায়েত অনাস্থা হয়েছে বালিশপন্থীদের বিরুদ্ধে। টিপু তেঘরি অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর নেতৃত্বে এই জয় সম্ভব হয়েছে। বেইমানদের সরিয়ে আগামী দিনে আরও পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেস দখল নিতে চলেছে।

বাইশে শ্রাবণ স্মরণে কবিকে শ্রদ্ধা

২৮ অগাস্টকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা।

আরজি কর হাসপাতাল থেকে উধাও দুই রোগী

প্রতিবেদন : পালাবদলের পর রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলি কীভাবে চলছে, তার একটা নমুনা পাওয়া গেল শনিবার। হাসপাতাল থেকে আচমকা চিকিৎসাধীন দুই রোগীর উধাও হওয়ার ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে আরজি কর হাসপাতালে। বিমল ঘোষ ও দীপান্বিতা রায় নামে ওই দুই রোগী যথাক্রমে মেডিসিন ও ট্রমা কেয়ার ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার পরিবারের লোকজন তাঁদের দেখতে গিয়ে পাননি। তাঁদের দুজনেরই শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার কথা ছিল। সাধারণত দুপুরে খাওয়ার পর রোগীদের হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। কিন্তু তাঁরা এর আগেই চলে যান বলে জানা গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ বলে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। শনিবার হাসপাতাল সুপার জানান, এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। দুই রোগী কীভাবে সবার অজান্তে হাসপাতাল থেকে চলে গেলেন তা নিয়ে বিস্মিত সংশ্লিষ্ট মহল। এই নিয়ে কর্তৃপক্ষ খোঁজখবর নিচ্ছেন।

সল্টলেকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল জওয়ানের

প্রতিবেদন: সল্টলেকে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিআইএসএফ জওয়ানের। মৃতের নাম অরূপ পাত্র। বয়স ৪৫ বছর। বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে বিধাননগর দক্ষিণ থানা এলাকায়। কলকাতা বিমানবন্দরে কর্মরত জওয়ান অরূপ কসবায় একটি কাজ শেষ করে বাইক নিয়ে ফিরছিলেন। সেই সময় সুকান্তনগর লোহাপুলের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। সুকান্তনগর থেকে চিংড়িঘাটা হয়ে ধুলাগড়ের দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বাসের তলায় পড়েন। কন্ডাক্টরই উদ্ধার করে বাইকচালককে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জঙ্গলের রাজত্ব

এ কোন জঙ্গলের রাজত্ব? এ কোন পুলিশ-প্রশাসন! এ কোন ধরনের আইন-শৃঙ্খলা! এফআইআরে নাম নেই। তবু গ্রেফতার। রাত পর্যন্ত স্বাভাবিক সুস্থ ছিলেন তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওট। সকালবেলা তাঁর দেহ পৌঁছল হাসপাতালে। কীভাবে মৃত্যু? পুলিশের মুখে কুলুপ। আসল ঘটনা কী হয়েছে? রাতে লকআপে হাত-পা বেঁধে খুন করা হল তৃণমূলের এই একনিষ্ঠ কর্মীকে। এমনভাবে মারা হয়েছে যে মৃত্যুর পরেও কান দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় মারের চোটে চামড়া ফেটে গিয়েছে। পায়ে-পশ্চাদ্দেশে ভীষণ মারের কালশিটে দাগ। কতখানি নির্মমভাবে মারলে তবে একজন সুস্থ মানুষের এইভাবে মৃত্যু হয়! রাজীব নামে আইও-র নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের কোনও তদন্ত নেই। রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোনও বক্তব্য নেই। যে সংবাদমাধ্যমগুলি এই কিছুদিন আগেও ছোট্ট কোনও ঘটনা হলে বিরাটভাবে দেখাত, তাদের খবরেও এই নির্মম অত্যাচারের একটি শব্দও নেই। মৃত বিরজু'র স্ত্রী তৃণমূলের কাউন্সিলর। তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন, পুলিশ তাঁর স্বামীকে খুন করেছে। আগের দিন রাত দশটাতে লকআপে এসে দেখা করে গিয়েছিলেন। সুস্থ ছিলেন। তারপরেও কীভাবে মৃত্যু হয়। মুখ বন্ধ করতে টাকা ও চাকরির অফার দেওয়া হয়েছে জেনিকে। জেনির স্পষ্ট কথা, স্বামীকে ফিরিয়ে দিন। বাংলায় এটাই হচ্ছে পরিবর্তনের নিদর্শন। তিন মাসের নতুন সরকারের রাজত্বে প্রায় ২৫টি ধর্ষণের ঘটনা, অসংখ্য তৃণমূলকর্মী খুন হয়েছেন। কয়েক হাজার গ্রেফতার। এ কোন জঙ্গলের রাজত্ব!

e-mail থেকে চিঠি

প্রতিবাদে প্রতিশোধে প্রতিরোধে এসো বাঁধি জোট

গতকাল রাতে হালিসহরে একজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বিরজু কেওটকে থানার লকআপের ভেতর পিটিয়ে খুন করা হয়। তারপর ভোরের দিকে তাঁর মৃতদেহ কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে যায় পুলিশ।

গতরাতে ১০টা নাগাদ ও ওঁর স্ত্রী দেখা করে এসেছিলেন, সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন। তারপর এই ঘটনা।

বিরজুকে দু'দিন আগে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কোনও এফআইআরে ওঁর নামও ছিল না। কোর্ট ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছিল, তার মধ্যেই এই খুন।

বিরজুর হাতে-পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার দাগ এবং সারা শরীরে মারের দাগ পাওয়া গেছে। ওঁর দুটো শিশু আছে যারা আর কোনও দিন বাবার মুখ দেখতে পাবে না।

বিজেপি সরকার মধ্যযুগীয় বর্বরতা ফিরিয়ে আনছে। যেখানে কোনও আইনের শাসন নেই।

স্বামী বিরজু কেওটের সঙ্গে পদত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলর জেনি শর্মা কেওট।

পুলিশ রাজসাক্ষীকে মিথ্যা এনকাউন্টার করে মেরে দিচ্ছে অথবা লকআপের ভেতর পিটিয়ে মেরে দিচ্ছে। আজ যদি আমরা এই নিয়ে সোচ্চার না হই, আগামী দিনে আমার-আপনার সবার সঙ্গে এই ঘটনা হতে পারে। তাই প্রতিবাদ করুন, সোচ্চার হোন।

— নবারুণ ভট্টাচার্য
কল্যাণী, নদিয়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বঙ্গে এখন অরাজকতার উৎসব

চোপ! বিজেপির সরকার এখন

- দিকে দিকে খুন, লুঠপাট, হুমকি, তোলাবাজি।
- অথচ মিডিয়া কেমন যেন চুপ মেরে গেছে।
- বাংলায় গণতন্ত্র যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।
- আগ্নেয় লাভা নিঃসরণ এখন কি তবে সময়ের অপেক্ষা!

লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

বাংলায় এখন প্রতিদিন অরাজকতা আর আইন ভাঙার উৎসব চলছে। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের তিন মাস, তার মধ্যেই বাংলার মানুষের নাভিশ্বাস!

শনিবার সকালে স্কুলে যাচ্ছিলেন শিক্ষক নজরুল ইসলাম। পথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রাণ হারিয়েছেন ৪৫ বছরের ওই শিক্ষক। ইসলামপুরের মাদারিপুর এলাকার ঘটনা। নিহত শিক্ষক রামগঞ্জের রাজাভীম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মেয়ে নয়না ইসলাম জানিয়েছেন, কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না তাঁর বাবার। কেন গুলি করা হল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সেই গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। নজরুলের স্ত্রী রোকসানা খাতুন জানান, স্থানীয়েরা তাঁকে ফোন করে বিষয়টি বলেন। তাঁর কথায়, ''সে সময় আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন আমার স্বামীও। তিনি বলেন, তাঁকে গুলি করা হয়েছে। কে করেছে, তা বলতে পারেননি।'' তার পরেই রক্তাক্ত অবস্থায় নজরুলকে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে পাঠানো হয় শিলিগুড়ির এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

গত ৭ জুলাই রাত প্রায় সওয়া ৯টা নাগাদ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক খন্দেকর স্টেশনে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে তাঁর এক আত্মীয়ের আসার কথা ছিল। তাঁকে আনতেই বর্ধমান স্টেশনে যান ওই অধ্যাপক। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। অভিযোগ, তখন কয়েকজন এসে তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন।

কেন টাকা দেবেন, সেই প্রশ্ন তুলতেই খন্দেকরকে শাসানো হয় বলে অভিযোগ। অধ্যাপকের দাবি, যেহেতু তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, তাই তাঁকে টাকা দিতে হবে! শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান

ওই অধ্যাপক। জানান, তিনি কোনও টাকা দিতে পারবেন না। অভিযোগ, তখনই তাঁর জামার কলার চেপে ধরে মারধর করা হয়। মাথা এবং বুকে আঘাত লাগে তাঁর। শুধু তা-ই নয়, হুমকি দেওয়া হয়, যদি তিনি টাকা না-দেন তবে তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে।

ওই অবস্থায় কোনওক্রমে হামলাকারীদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে স্টেশনে থাকা জিআরপি কর্মীকে গোটা ঘটনাটা জানান খন্দেকর। তখনই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। জখম অধ্যাপককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গোবিন্দকুমার ঝা নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি বর্ধমান থানার লক্ষ্মীপুর মাঠ জোড়ামন্দির এলাকায়।

অধ্যাপকের দাবি, ওই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত ছিল। স্টেশন বা স্টেশন চত্বরের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে বাকিদেরও শনাক্ত করা হোক।

গত ৫ অগাস্ট গভীর রাতে বীরভূমের নানুর থানা এলাকায় বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ গ্রামেরই কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। শারীরিক এবং মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত 'নির্যাতিতা' বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

৭ অগাস্ট স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করা কেস তুলে নিয়েছেন সিমরন পাল। কারণ স্বরূপ বিশ্বাস তাঁর শ্লীলতাহানি করেননি। স্বরূপের সঙ্গে মহিলার কোনওদিন সামনাসামনি কথাই হয়নি। সিমরন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, কিছু মানুষের প্ররোচনায়, তাদের ভুল বোঝানোকে বিশ্বাস করে আমি এই কাজ করেছিলাম। যেদিন সবটা বুঝেছি, সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি কেস তুলে নেওয়ার। ভয়ের চোটে পারিনি। ফাইনালি সাহস করে কেস তুলে নিলাম। যা হয় হবে। আমার তো আর নতুন করে কিছু হারানোর নেই। কারা আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছিল, সেসব নাম আমি বলছি না। ঝামেলা অশান্তি আমি আর চাই না। কাজ করতে চাই। আমার জন্য স্বরূপ বিশ্বাস অকারণে জেল খেটেছেন। কিছু না করেই এত বড় একটা বদনাম ওঁর হয়েছে। আমি তার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পারলে ছোট বোন মনে করে আমাকে মাফ করে দেবেন। আপনার সঙ্গে খুব অন্যায় হয়েছে। আর আপনার যে ঘরশত্রু বিভীষণ অবস্থা, সে তো এখন ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানে।'

৮ অগাস্ট হালিসহরে পুলিশ কাস্টডিতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ সকাল অবধি তিনি ঠিক ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কোনও খবর থানা থেকে দেওয়া হয়নি। তারপর আচমকা জানানো হয়, তিনি মারা গিয়েছেন।

কোনও টেলিভিশন চ্যানেলে, কোনও মিডিয়াতে কোনও খবর নেই। আজকে তৃণমূল সরকারের সময় হলে সারাদিন এই খবরটাই চালানো হত সারাদিন ধরে।

পরিশেষে, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন পুর প্রতিনিধির একটি পোস্ট, যেটা বাংলার আপামর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকের বক্তব্য:

"এতদিন শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব চোর নেতা-নেত্রী তৈরি করেছেন, আজ কিন্তু প্রমাণ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোনার টুকরো নেতা-নেত্রী তৈরি করেছেন যাদের প্রকৃত মুল্যায়ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং করেছেন অত্যন্ত সম্মানের সাথে। আজ দিল্লি ও কলকাতার ছবি দেখে একজন মমতাবাদী হিসেবে গর্ব অনুভব করছি। এরপর বিজেপির নেতা কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের 'চোর' বললে নিজের বিবেকের সাথে তঞ্চকতা করবেন তাঁরা। ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কালীঘাট ইনস্টিটিউশনের আশি শতাংশ এমপি এমএলএ প্রোডাক্টের দরপত্র শিখর ছুঁয়েছে দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে। এই সত্য আজ প্রকাশ্যে।

যেই দলের আশি শতাংশ এমপি এমএলএ এত ভাল সেই দলের একজন খারাপ কর্মী আমি কীভাবে হলাম সেই প্রশ্নটাই এখন আমার মাথায় সারাদিন ঘুরপাক খাচ্ছে... দোষটা তাহলে আমারই, প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আবারও...।"

সত্যি! কিছু বলার নেই। রাস্তায় নামা ছাড়া উপায়ও নেই।

সীমান্ত দিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে অবৈধভাবে বাংলাদেশে চলছে ওষুধ পাচার। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ড্রাগ কন্ট্রোল ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সীমান্তবর্তী স্বরূপনগরের বেআইনি ওষুধ উদ্ধার করে। সিল করে দেওয়া হয় দোকান

বিশ্বাসঘাতকদের সুবিধাবাদী ও বিজেপির ভোজবাজি রাজনীতি

কিছুদিন আগেও বিজেপি নেতৃত্ব যাঁদের দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধী বলে দেগে দিত, তাঁরাই এখন পরম বন্ধু। রাজনৈতিক স্বার্থে দল ভাঙিয়ে সংখ্যা বাড়ানোর যে খেলা নীতি-নৈতিকতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে চালিয়ে গিয়েছে বিজেপি, ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে গিয়ে যেভাবে তারা গদ্দারদের সঙ্গে নিয়ে ভোজবাজি চালিয়ে যাচ্ছে, তার সবিস্তার বিশ্লেষণে তৃণমূল মুখপাত্র ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল— মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশ সারলেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এবং সদ্য গঠিত এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়ে এনডিএ-র অংশ হওয়া একদল সাংসদ। আক্ষরিক অর্থে যা ছিল এক চায়ের টেবিলের ভোজন, কিন্তু সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা বিজেপির এক চরম 'ভোজবাজি' ছাড়া আর কিছুই নয়। যে 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর বুলি বিজেপি দিনের পর দিন আউড়ে এসেছে, ক্ষমতার সমীকরণ মেলাতে গিয়ে সেই দলেরই নীতি ও আদর্শ আজ খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থে সংখ্যা বাড়ানো আর দল ভাঙানোর এই নয়া খেলায় নীতি-নৈতিকতা সম্পূর্ণ বিসর্জিত।

বিজেপির এই ভোজবাজির সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাদের নিজেদের অতীত-বক্তব্য। যে ২০ জনের কাছাকাছি সাংসদ আজ এনসিপিআই-এর সৌজন্যে এনডিএ-র ছত্রচ্ছায়ায় স্থান পাচ্ছেন, কিছুদিন আগেও বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের চিহ্নিত করেছিল 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ও 'অপরাধী' হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপি নেতৃত্ব যাঁদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিল, আজ তাঁরাই তাঁদের পরম মিত্র। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন যে, বাপি হালদার ৫১টি ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগে চিঠি লেখার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। বারাকপুরের তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে অর্জুন সিং ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব গুন্ডারাজ, জমি দখল ও আর্থিক নয়ছয়ের ভূরি ভূরি অভিযোগ এনেছিলেন। এমনকী কাকলী ঘোষ দস্তিদারের বিরুদ্ধেও সিন্ডিকেট রাজের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাপস রায়ের বাড়িতে ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইডি তল্লাশি চালানোর পর তৎকালীন বিজেপি নেতৃত্ব তাঁকে অপবাদ দিতে দ্বিধা করেনি। উত্তর কলকাতার দীর্ঘদিনের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রতিনিয়ত আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। অথচ আজ সেই সমস্ত অভিযোগ, চার্জশিট যেন এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল!

বিজেপির ভেতরের ক্ষোভও এই দ্বিচারিতাকে স্পষ্ট করে দেয়। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যখন আক্ষেপ করে বলেন যে, যাদের হাতে তাঁদের ২৫০ জন কর্মীর রক্তের দাগ লেগে আছে তাদের মেনে নেওয়া যায় না, কিংবা বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যখন দাবি করেন 'বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না'— তখন বাস্তবে দেখা যায় সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। পুরুলিয়া থেকে নদীয়া— বিভিন্ন জেলায় বিজেপির জবরদখল ও অপরাধে অভিযুক্তদের দলে টানার রাজনীতি অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী একদা হুঙ্কার দিয়েছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট এবং দুর্নীতিগ্রস্তেরা তাঁর পাশে বসতে পারবে না। কিন্তু আজকের দৃশ্য প্রমাণ করে— বিজেপিতে যোগ দিলে বা এনডিএ-র সঙ্গী হলে সব অন্যায় ও দুর্নীতি যেন ওয়াশিং মেশিনে নিমেষে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়!

তবে এই নোংরা রাজনৈতিক নাটকের সবচেয়ে করুণ ও মর্মান্তিক শিকার সেই সমস্ত সাধারণ তৃণমূলকর্মিগণ, যাঁরা দিনরাত এক করে, রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে এই সাংসদদের জয়ী করিয়েছিলেন। দলের প্রতি অনুগত থেকে সাধারণ কর্মীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে এঁদের ভোট বৈতরণী পার করিয়েছিলেন। অথচ আজ সেই সাংসদেরা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ও ক্ষমতার লোভে গদ্দারি করে রাজনৈতিক রঙ বদলে ফেললেন! এই গদ্দার সাংসদদের দলবদলের কারণে আজ যখন গ্রামের সাধারণ নিষ্ঠাবান কর্মীরা পুলিশি কেস, প্রশাসনিক হেনস্থা কিংবা বিজেপির ক্যাডারদের আক্রমণের মুখে পড়ে দিশেহারা, তখন এই সাংসদরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাও বোধ করছেন না। সাধারণ কর্মীরা যখন চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন এই সাংসদেরা দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাই-প্রোফাইল বৈঠক কিংবা ভোজনবিলাসে ব্যস্ত। এই চরম প্রবঞ্চনার ফলে যে সকল কর্মী এদের জেতাতে খেটেছিল, তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আজ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইতিহাস অবশ্য সাক্ষী, ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি বেশিদিন টিকে থাকে না। এই দলবদলু সাংসদদের আসল সত্যিটা হল— নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, প্রতীক ও ছবি ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে এদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের যে দৃঢ় গণসমর্থন রয়েছে, তার জোরেই এরা এতদিন সংসদ ভবনের মুখ দেখার সুযোগ পেয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তারা যে নিজেদের রাজনৈতিক অসারতা ও অস্তিত্বহীনতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিল, তা আগামী দিনেই প্রমাণিত হয়ে যাবে জনতাই আসল 'জনার্দন'। বিজেপির এই নীতিহীন 'ভোজবাজি' এবং গদ্দার সাংসদদের সুবিধাবাদকে বাংলার সচেতন মানুষ কখনও মেনে নেবে না।

ভরসন্ধ্যায় দুঃসাহসিক চুরি
নিরাপত্তার দাবি স্থানীয়দের

সংবাদদাতা, হাওড়া : ফের হাওড়ায় দুঃসাহসিক চুরি। ভর সন্ধ্যায় ঘর থেকে লুঠ লক্ষাধিক টাকার গহনা। শুক্রবার, চ্যাটার্জিহাট থানার ৭৬/১০ অবিনাশ ব্যানার্জি লেনের ঘটনা। অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্ত শুরু করেছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ, ওই পরিবারের এলাকায় দুটি বাড়ি রয়েছে। প্রায় একমাস আগেই তাদের আর একটি বাড়িতেও চুরি হয়েছিল। এক মাসের ব্যবধানে দুটি বাড়িতেই চুরি হল। তিনটি সোনার হার, চারটি কানের দুল, ব্রেসলেট ও একটি আংটি চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। এই প্রসঙ্গে বাড়ির মালিক অরুণ বৈরাগী বলেন, তাদের এই এলাকায় দুটি বাড়ি রয়েছে। তাঁরা বিকেলে এই বাড়িতে তালা দিয়ে নিজেদের আর একটি বাড়িতে যান। সেই সময়েই তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি থেকে গহনা চুরি করা হয়। পরে অরুণবাবুর ছেলে দেখেন বাড়ির তালা খোলা। ভিতরে লন্ডভন্ড অবস্থা আলমারির। পরে অরুণবাবুর স্ত্রী মণিকা বৈরাগী দেখেন সমস্ত গয়না চুরি গিয়েছে। তারপরই পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

বেহাল রাস্তা, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

একদিকে বেহাল দশা রাস্তার। পাশে রাস্তা মেরামতির দাবিতে মহিলাদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ।

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : শুধুই কথার ফুলঝুরি। উন্নয়নের নামে লবডঙ্কা। তিন মাসেই নাজেহাল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। অল্প সময়েই ক্ষমতার আস্ফালন, তোলাবাজিতে পারদর্শী হয়ে উঠলেও বেহাল রাস্তা সংস্কারে ডাহা ফেল বিজেপি সরকার। নতুন সরকার আসার পরেও বেহাল রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় অবশেষে বিক্ষোভের পথই বেছে নিলেন হিঙ্গলগঞ্জের গ্রামবাসীরা।

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের, সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পাড়া থেকে হরিমেলা পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় হেঁটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গর্ভবতী ও অসুস্থদের নিয়ে যাওয়াই দুঃসাধ্য। স্কুল পড়ুয়া থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রায় প্রতিদিনই ছোট বড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। বারবার দরবার করেও কোন কাজ হয়নি। অবশেষে এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হলেন। তাদের মূল দাবি, দ্রুত এই রাস্তা মেরামত করতে হবে তা না হলে তারা আরও বড় আন্দোলনে সামিল হবেন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। দ্রুত মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। এখন দেখার এরপর প্রশাসনের হুঁশ ফেরে কিনা।

পথদুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

প্রতিবেদন : ফের শহরের বুকে পথদুর্ঘটনা। আর তাতেই মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাস্থল ঠাকুরপুকুর থানার শিলপাড়ার ডায়মন্ড হারবার রোডে। রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রথমে বাসের ধাক্কা। তারপর চাকায় পিষে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। মৃত মহিলার পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ঠাকুরপুকুর থানা। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে রাস্তা পারাপারের সময় ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা ১২সি রুটের বাস। ওই মহিলাকে ধাক্কা মারে। তারপর বাসের চাকায় পিষে যান।

স্বামীর পরকীয়া ধরে ফেলে মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলেছিল স্ত্রী। অভিযোগ, তাতেই অগ্নিশর্মা হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। মালদহের মানিকচক থানা এলাকায়। মৃতার শ্বশুরবাড়ির সকলেই পলাতক

কাটোয়ায় বিজেপি নেতাদের জুলুম
চাকরির টোপ দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা দাবি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : তিন মাসেই বিজেপির আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে। শুরু হয়ে গিয়েছে তোলাবাজি, কাটমানির সংস্কৃতি। এবার পূর্ব বর্ধমানে ভূমিসংস্কার দফতরে কাজের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাইলেন বিজেপি নেতারা। নিরুপায় হয়ে বিজেপি নেতাদের জুলুমের বিরুদ্ধে থানায় গেলেন ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরে কর্মরত মুহুরি। স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতার নামও জানিয়েছেন অভিযোগকারী মুহুরি সুজন ঘোষ। এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব যথারীতি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রমাণ করতে না-পারলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানির পাল্টা মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। কাটোয়ার পানুহাটের আদর্শপল্লির বাসিন্দা সুজন ঘোষ। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের কাছেই তাঁর বাড়ি। তাঁর একটি দোকানও রয়েছে। অনলাইনে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি তিনি সরকারি ওই দফতরে

অভিযোগকারী সুজন ঘোষ।

মুহুরির কাজও করেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ লাঠি, রড, শাবল-সহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে চড়াও হন কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মী। অভিযোগপত্রে বিশ্বজিৎ অধিকারী ওরফে গুপি, অতনু সাহা, ধীরাজ দাসদের নাম উল্লেখ করেছেন সুজন। অভিযোগ, বিশ্বজিৎ বিজেপির কাটোয়া নগর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বাকিরাও বিজেপি কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত।

টাকা না-দিলে সরকারি দফতরে তাঁকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়। দাবি, কাটোয়া নগর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুমন দেবনাথের নির্দেশে তাঁর কাছ থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সুজন ২০ হাজার টাকা তাঁদের দিয়েও দেন। বাকি টাকা দিতে না-চাইলে তাঁকে মারধর করা হয়। অভিযোগ, শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টাও করা হয়েছিল।

ঘটনার নিন্দা করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা দেব টুডু বলেছেন, সব জায়গায় একই অভিযোগ। এদের বিরুদ্ধে শাসকদল কী ব্যবস্থা নেয় দেখব।

উত্তর কলকাতা তৃণমূলের সভা

রামমোহন হলে উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ডভিত্তিক নেতৃত্বের সভা। ৬০টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বরিষ্ঠ সব নেতারাই। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল সভায়। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ নেন সবাই।

প্রতিহিংসায় গ্রেফতার সনৎ

প্রতিবেদন: পালাবদলের পর রাজ্যে প্রতিহিংসার রাজনীতি অব্যাহত। জেলা থেকে শহর, প্রতিদিনই তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারি চলছে। থেকে ভয় দেখানো। শনিবার সকালে একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হলেন নৈহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে। কিছুদিন আগে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। কিন্তু সনতের দেখা মেলেনি। অবশেষে শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবারেই তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বঙ্গোপসাগরে ফের চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে

প্রতিবেদন : ফের চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নচাপ! বাংলার উপকূল ও উপকূল লাগোয়া উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চলবে বৃষ্টির দাপট। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সারাদিন দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলকাতায় ৭ মিমির মতো বৃষ্টি হলেও দমদম ও সল্টলেকে বৃষ্টির পরিমাণ ২০ মিমির বেশি। সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় বীরভূমের নারায়ণপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে সবথেকে বেশি ৬০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ লাগোয়া বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত আগেই তৈরি হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরও একটি ঘূর্ণাবর্ত ছিল। প্রথম ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে ক্রমশ নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে। অন্য ঘূর্ণাবর্তটিও এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর ও পশ্চিম অভিমুখ হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে যাবে। নিম্নচাপ পুরোপুরি দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে গেলে তবেই এখানে প্রচুর বৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এখনও পর্যন্ত সেরকম অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি নেই। আগামী সপ্তাহে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরি হবে বলে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর তাদের পূর্বাভাসে জানিয়েছে।

ছুটে গেলেন সাংসদ দোলা সেন

(প্রথম পাতার পর) যে কারণে মৃত্যুর পরেও কান দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা গিয়েছে। পায়ের তলায় লাঠি পেটানোর কালশিটে দাগ। মেরে পায়ের চামড়া ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা শরীরে অসংখ্য জায়গা ফেটে গিয়েছে এবং কালো দাগ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এমনকী শরীরের পিছনে বীভৎস মারধর করা হয়েছে। ভোরে হাসপাতালে দেহ ফেলে দিয়ে চলে যায় পুলিশ। জেনিকে খবরও দেওয়া হয়নি। ঘটনায় পরিষ্কার, ক্ষমতায় আসার ৩ মাসের মধ্যেই কীভাবে পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। বিজেপি তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটানোর জন্য পুলিশকে ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহার করছে।

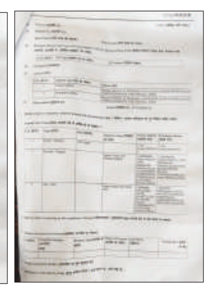

রাজ্যে পালাবদলের জের, কাজ হারাতে বসেছেন হাসপাতালের ১৫০ জন আয়া

সংবাদদাতা, বসিরহাট: হকারদের পর এবার হাসপাতালে আয়ারা। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের গুঁতোয় কাজ হারাতে বসেছেন হাসপাতালের প্রায় ১৫০ জন আয়া। আগামীদিনে কী করে বাঁচবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে সংশয়। বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঘটনা। আয়াদের অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদল হতেই হঠাৎ করে তাঁদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, তাঁদের আর হাসপাতালে আসার দরকার নেই। অগাস্ট মাসের পর থেকে তাঁদের হাসপাতালে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই মর্মে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, এই

হাসপাতালে তাঁরা কেউ ৩০, কেউ ৪০, কেউবা ৫০ বছর ধরে কাজ করছেন। করোনার সময়েও তাঁদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে কাজ করানো হয়েছে। আর আজ তাঁদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। রোগীদের রাতদিন সেবা করে তাঁরা যে টাকা পান তা দিয়েই জীবন চলত। তাঁদের অধিকাংশেরই এই টাকায় সংসার চলে। কারও স্বামী নেই, কারও সন্তান নেই, হাসপাতালে রোগীর সেবা করে যা রোজগার হয় তাতেই তাঁদের চলে। কাজ চলে গেলে তাঁদের আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই। তাঁদের আরও দাবি, তাঁরা সরকারের মাইনে করা কর্মচারী নন, বা কোনও কোম্পানির কাছ থেকেও মাইনে নেন না। তাঁরা রোগীর পরিবারের কাছ থেকে দিন প্রতি ১২০ টাকা করে পান। তাহলে কেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের হাসপাতাল থেকে বের করে দেবে? যদিও এই বিষয়ে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচ ডাঃ রবিউল ইসলাম বলেন, আয়াদের হাসপাতালে এইভাবে কাজ করার কোনওরকম সরকারি নির্দেশিকা নেই। তাই এই সিদ্ধান্ত। এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি।

খুন দুই তৃণমূলকর্মী

(প্রথম পাতার পর) প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে মাদারিপুর এলাকায় আচমকাই দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মুহূর্তে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পাঠানোর পথেই মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে তিনি বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রায় তিন বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর। অন্য ঘটনায় কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ইকতা বাজার এলাকায় ছিলেন নাসিরুদ্দিন। আচমকাই কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে হামলা চালায়। বেধড়ক মারধরের পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন নাসিরুদ্দিন। হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই খুন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

রায়গঞ্জের এক সোনার দোকান থেকে ৭০০ গ্রাম সোনা চুরি করে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে দোকানের সেলস ম্যানেজারকে শুক্রবার গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ

বিজেপি নেতাদের ‘দাদাগিরি ট্যাক্স’ আদায়ের অভিযোগ, রায়গঞ্জে ধৃত ১

পুলিশি হেফাজতে অভিযুক্ত গোপাল সিং।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সেবক রোডে একটি পাবের মালিকের কাছে ‘দাদাগিরি ট্যাক্স’ দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। জনমতের চাপে পড়েই ঘটনায় নাম জড়ানো এক অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ থেকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছে পুলিশ। নাম গোপাল শীল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বার ও পাবের মালিক রাহুল শাহের ব্যবসায়িক অংশীদার ওয়াসিম খান সম্প্রতি ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে ‘দাদাগিরি ট্যাক্স’ দাবি, হুমকি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া এফআইআরে বিজেপি নেতা গুরপ্রীত সিং সলুজা, বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের নেতা বিক্রমাদিত্য মণ্ডল, গোপাল শীল-সহ অভিজিৎ ঘোষের নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তদন্তে গোপাল শীলের রায়গঞ্জে থাকার খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। শনিবার ধৃত গোপালকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ও অভিযোগে উল্লিখিত টাকা চাওয়ার ঘটনা ও গোটা বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পুলিশ হেফাজত বা রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে।

এফআইআরে নাম থাকা গুরপ্রীত সিং সালুজা, বিক্রমাদিত্য মণ্ডল ও অভিজিৎ ঘোষেরও সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৩১ জুলাই সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁয় বৈঠক হয়েছিল। সেখানে রাহুলের কাছে প্রথমে ২৫ লক্ষ টাকা ও পরবর্তীতে আরও ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : সহকর্মীদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন জলসম্পদ বিভাগে কর্মরত এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর সংলগ্ন বিহারের পাহারকাট্টা থানার ডকনদীর ছত্তরগছঘাট এলাকায়। ওই ইঞ্জিনিয়ারের নাম কুশল সুব্বা। বাড়ি মিরিকে। কর্মসূত্রে তিনি ইসলামপুরেই থাকতেন। এদিন কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে তিনি ছত্তরগছঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তবে ওই ইঞ্জিনিয়ার ঘাট থেকে নদীর কিছুটা দূরে চলে যান বলে জানা গিয়েছে। এরপর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে বিহার পুলিশ এবং ইঞ্জিনিয়ারের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছন। খবর দেওয়া হয়েছে বিহারের এনডিআরএফ টিমকে। এসেছে ইসলামপুর থানার পুলিশও। স্থানীয় কিছু ডুবুরি ওই ইঞ্জিনিয়ারের সন্ধানে ইতিমধ্যেই নদীতে খোঁজ শুরু করেছে।

বাজারের ডাস্টবিনে ন’টি তাজা বোমা!

সংবাদদাতা, দিনহাটা : দিনের আলোয় বাজারের মাঝখান থেকে একসঙ্গে উদ্ধার নটি তাজা বোমা। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে দিনহাটার কুঠিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াবাড়ি মহেশের বাজার এলাকায়। শনিবার দুপুরে বাজারের মধ্যে নোংরা ফেলার জায়গা থেকে বোমাগুলি উদ্ধার হয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

দুপুরে বাজারের মাঝখানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নোংরা ফেলতে গিয়েছিলেন এক ব্যবসায়ী। সেই সময় তাঁর নজরে আসে বোমার মতো দেখতে বেশ কিছু বস্তু। সন্দেহ হওয়ায় দেরি না করে তিনি অন্য দোকানিদের খবর দেন। সবাই মিলে কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিয়ে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। উদ্ধার করা হয় ন’টি তাজা বোমা। পরে সেগুলি নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। বাজারের মতো জনবহুল এলাকায় দিনের বেলায় এতগুলি তাজা বোমা কীভাবে এল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও কারা, কখন এবং কী উদ্দেশ্যে বোমাগুলি সেখানে রেখেছিল, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। পুলিশের তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, আবর্জনার স্তূপের মধ্যে বোমাগুলি পড়ে থাকায় বড়সড় বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অসাবধানতাবশত কোনওভাবে বোমাগুলিতে আঘাত লাগলে বা সেগুলি নিয়ে কেউ নাড়াচাড়া করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

ময়নাগুড়িতে মা-ছেলের খুনে অধরা খুনি, আন্দোলনের হুমকি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ময়নাগুড়ি শহরে মা ও ছেলের জোড়া খুনের ঘটনার ঠিক তদন্ত এবং অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জোরালো দাবি তুলল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। শনিবার একটি স্মরণসভার মাধ্যমে এই দাবি জানায় সংগঠনের নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে জেলা পুলিশের কাছে লিখিতভাবে পুনরায় তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পরিমল বর্মন নামে এক ব্যক্তি জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশে হোমগার্ড কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হোগলা ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকা মাছ ধরতে যান তিনি। সেখানেই সকালে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঠিক একই দিনে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বাড়িতেই পরিমলের মা সবিতা বর্মনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। একইদিনে মা ও ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তাই ক্ষোভ উগরে দিয়েছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল। শনিবার ময়নাগুড়ির হোগলা ফ্যাক্টরি থেকে একটি মৌন মিছিল বের করে সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নিহত পরিমলের বাড়ির সামনে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয় এবং সেখান থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

সাত বছরের শিশুকে গলা টিপে খুনে অভিযুক্ত সৎমা

সংবাদদাতা, মালদহ : মাত্র সাত বছরের শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল সৎমায়ের বিরুদ্ধে। মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার পুরাতন ১৮ মাইল এলাকায়। মৃত শিশুর নাম নিহান আহমেদ। স্থানীয় এক বেসরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। নিহানের বাবা ইজাজ আহমেদ ভিনরাজ্যে কর্মরত। প্রায় ছ’বছর আগে নিহানের মা মারা যান। দ্বিতীয় বিয়ে করেন ইজাজ। দ্বিতীয় স্ত্রী রুমা খাতুনকে নিয়ে পুরাতন ১৮ মাইলে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। নিহানও সেখানেই থাকত। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সৎমায়ের হাতে নানাভাবে অত্যাচারিত হত শিশুটি। শুক্রবার রাতে ভাড়া বাড়িতেই তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা জানাজানি হয় শনিবার সকালে। স্থানীয়রা শিশুটিকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের পক্ষ থেকে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা মৃত্যুর নেপথ্যে ঠিক কী ঘটেছিল তা খতিয়ে দেখছেন। অভিযোগের সত্যতা এবং শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অপব্যবহার, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার তিন যুবক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সাধারণ মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করে অ্যাকাউন্ট অপব্যবহারের অভিযোগ। এই অভিযোগে শিলিগুড়িতে তিন যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল বিকেলে এসএফ রোড এলাকায় অভিযান চালায় শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অভিযান চালিয়ে তিন যুবককে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক তদন্তের পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতেরা হলেন ২২ বছর বয়সি চন্দ্রশেখর দাস, ২৩ বছরের সোনুকুমার মাহাতো এবং ২১ বছরের পৃথ্বীরাজ ঘোষ। তিনজনই শিলিগুড়ির বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, আর্থিকভাবে দুর্বল ও গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি নেওয়া হত। এরপর সেই নথি ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা অথবা তাঁদের পুরনো অ্যাকাউন্ট বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা হত বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

পুলিশের সন্দেহ, ওই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। এমনকী অর্থ পাচারের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নথিপত্র এবং আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। তদন্ত যত এগোবে, এই চক্র সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 August, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাড়িতে তালা লাগিয়ে প্রাণে মারার হুমকি মহিলাকে, লিখিত অভিযোগ বিজেপি রাজ্য সভাপতির কাছে

৫০ লক্ষ 'তোলা' চেয়ে অভিযুক্ত বিধায়ক

প্রতিবেদন : অনৈতিকভাবে একটি বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে তার মালিকের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাইলেন কালনার বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। এই বিষয়ে খোদ বিজেপি রাজ্য সভাপতির কাছে লিখিত জানিয়েছেন অভিযোগকারিণী নন্দিনী তেওয়ারি। তাঁর অভিযোগ, তিনি থানায় অভিযোগ লিখিয়ে আসার পর সেদিন সন্ধ্যায় বিধায়ক নিজে থানায় গিয়ে পুলিশের উপর চাপ দিয়ে তাঁর স্বামী গোপাল তেওয়ারির বিরুদ্ধে পাল্টা মিথ্যা মামলা করেন। টাকা না দিতে চাওয়ায় তাঁদের আবাসনে গুন্ডাবাহিনী পাঠিয়ে হুমকিও দেন বিধায়ক বলে সংবাদ মাধ্যমে দাবি জানান নন্দিনী দেবী। প্রসঙ্গত, ওই বিল্ডিংটি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। পুরসভা নোটিশ এবং লোক পাঠিয়ে মাপজোক করে গিয়েছে আগেই। কিন্তু আদালত বা পুরসভা ভাঙার কোনও নির্দেশ দেয়নি বলে জানান নন্দিনী দেবী। তাঁর বক্তব্য, বিধায়ক কে তালা লাগানোর বা হুমকি দেওয়ার, একের পর এক মিথ্যা মামলা করার? আসলে উনি ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চেয়েছেন। আমি ওই টাকা দেব না, আমার সামর্থ্য নেই। তাই উনি আমাদের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছেন। আমিও দেখে নেব উনি কী করতে পারেন। ওই

কালনা

বিজেপি বিধায়ক ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চেয়ে, প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ নন্দিনী তেওয়ারির। নন্দিনী দেবী তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া হয়েছে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেছেন খোদ বিজেপি রাজ্য সভাপতির কাছে। তাঁদের আবাসনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে এবং নিজেই থানায় গিয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা পুলিশি কেস করিয়েছেন। এছাড়াও টাকা না দিলে ব্যবসা করতে না দেওয়া এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগে উল্লেখ করেছেন নন্দিনী দেবী। যদিও কালনার বিধায়ক সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে মহিলার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিকে বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নিয়ে গোটা শহরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে।

অভিযোগকারিণী নন্দিনী তেওয়ারি। (ইনসেটে) অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক।

বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে আহত ৩ শিশু

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : টানা বৃষ্টির জেরে ফের মাটির দেওয়াল ধসে গুরুতর আহত হল তিন শিশু। শনিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের দেউলবাড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গ্রামের অজিত পাত্রর পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা বাড়ির পাশে খেলার সময় শনিবার বৃষ্টির জেরে আচমকা দেওয়াল ভেঙে পড়ায় মাটির নিচে চাপা পড়ে পাশেই খেলতে থাকা তিন শিশুঅনিমেষ নায়েক (৮), সোমাদ্রিতা নায়েক (৬) এবং অমিত নায়েক (৬)। স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাদের। পরে অনিমেষ ও সোমাদ্রিতাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অমিতের আঘাত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন নয়াগ্রামের বিডিও শান্তনু সরকার। প্রথমে তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহত শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গ্রামীণ এলাকার সাধারণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বামনাবেরা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে এবং বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় শনিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বামনাবেরা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে গ্রামের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন।

অবৈধ বালি পাচারে ধৃত ওড়িশা ও রাজ্যের ৯, উদ্ধার ৭টি বালির গাড়ি

সংবাদদাতা, রামনগর : অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর প্রশাসন। পাচারের অভিযোগ ৭টি গাড়ি-সহ ৯জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। শুক্রবার, রামনগর, দিঘা ও দিঘা মোহনা থানার পুলিশ পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এই অবৈধ বালি কারবারিদের গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা বাংলা ও ওড়িশার বাসিন্দা। দিঘা মোহনা থানার পুলিশ অবৈধ বালি বোঝাই দুটি গাড়ি-সহ আটক করে ওড়িশার গোপালপুরের সুশান্ত বেহেরা ও পাথর চটিয়ারালার সম্বল মারকাণ্ডিকে। রামনগর থানার পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করে, ধৃতরা কাঁথির শ্রীরামপুরের অশোক ঘোড়াই, নিজামুদ্দিন খান, শেরপুর খড়কির বাসিন্দা খোকন মাইতি ও বার্গডিয়ার তাপস দলাই। দিঘা থানার পুলিশ তিনটি অবৈধ বালি বোঝাই গাড়ি এবং ওড়িশার ভোগরাইয়ের সুখনন্দ পাত্র, বলভদ্র পণ্ডা, বালেশ্বরে ডেমুরিয়ার প্রীতম নায়ক ও দাঁতন এলাকার পবিত্র ঘোড়াইকে গ্রেফতার করে। শনিবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন ভাসল একাধিক সেতু, কজওয়ে

বীরভূম

প্রতিবেদন : গত ক'দিনের টানা বৃষ্টির জেরে কার্যত বিপর্যস্ত বীরভূমের জনজীবন। বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডে লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুঁসছে ময়ূরাক্ষী, হিংলো, শাল, চন্দ্রভাগা ও দ্বারকার মতো নদীগুলি। নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে যাওয়ায় জেলার একাধিক কজওয়ে জলের তলায় চলে গিয়েছে। কোথাও জলের তোড়ে ভেঙেছে ব্রিজের দুদিকের সংযোগকারী রাস্তা, কোথাও আবার বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইছে। সব মিলিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মানুষজন। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে দুবরাজপুর ব্লক এলাকায়। রাতভর বৃষ্টির জেরে হেতমপুর পঞ্চায়েতের

ধরমপুর গ্রামের কাছে শাল নদীর ভাসা ব্রিজের উপর দিয়ে বইছে জল। ব্রিজের দু'দিকের রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। একই ছবি দুবরাজপুরের বালিজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজে ও বেলসাড়া গ্রামের মাঝে শাল নদীর কজওয়েতে। সেখানে বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইছে। গ্রামবাসীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করলেও বৃহস্পতিবার জল বাড়ায় যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। এর ফলে ব্রিজের উপর নির্ভরশীল অন্তত ১০-১২টি গ্রামের মানুষ কার্যত জলবন্দি। কাঁকরতলা থানার অন্তর্গত রসা থেকে গাংপুর গ্রামের সংযোগকারী সতীঘাটা ব্রিজটিও হিংলো নদীর জলে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছে।

বুনো হাতির সঙ্গে রাতভর লড়াই চলল দলছুট রামলালের

প্রতিবেদন : ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়ায় দাঁতাল রামলাল। জঙ্গলের নিয়ম সে মানে না। বন্য হাতির পালের সঙ্গেও মেশে না। রামলালের জঙ্গলে পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের রামরামা বিটে বিশালদেহী একটি দাঁতাল রামলালের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। এনিয়ে কংসাবতী নদীর তীরে তুমুল লড়াই হল রামলালের সঙ্গে তার প্রতিযোগীর। রামলালের রণংদেহী চেহারা দেখে সকলে অবাক। বাঁকুড়ার জঙ্গলে ৭ বছর আগে রামলাল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শেষবার লড়াই করে।

ঝাড়গ্রামের জঙ্গল এলাকায় বছর খানেক আগে ফিরে আসে। তার পর থেকে বন্য হাতিদের সঙ্গে রামলালকে দেখা যায়নি। তাকে গ্রাম ও শহর এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বুনো হাতিরা জমির ফসল খাচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, মানুষকে সামনে পেলে পিষে দিচ্ছে। হাতি ও মানুষের সংঘাত যেখানে চরম সেখানে রামলাল খাবারের জন্য বাড়ি বা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষজন বিরক্ত করলেও চুপচাপ থাকে। শান্ত রামলালের এমন রণংদেহী চেহারা দেখে সকলে বিস্মিত। বুনো হাতিরা তাকে এড়িয়ে চলে। দল ছেড়ে দেওয়া রামলালের সঙ্গে অন্য হাতির লড়াই বনবিভাগের কর্তাদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। শুক্রবার রাত ২টো নাগাদ বৈদ্যার পাল এলাকায় রামলালের সঙ্গে অন্য একটি দাঁতালের লড়াই হয়। শনিবার সকাল পর্যন্ত লড়াই চলে। ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের প্রাক্তন আধিকারিক সমীর মজুমদারের কথায়, সাধারণত দলের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষ হাতিরা লড়াই করে। এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্যেও পুরুষ হাতিদের মধ্যে লড়াই বাধে। অস্বীকার করার নেই যে দলছুট হয়েও রামলাল জেলার জঙ্গলে তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছে। অবাধ বিচরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে এলাকা নিয়ন্ত্রণ বা ঈর্ষা থেকে লড়াই হতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লিতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্রাণ হারালেন এক মহিলা। একটি চারচাকার গাড়িতে ধাক্কা দেয় মার্সিডিজ। তাতে মারা যান ৭০ বছরের উর্মিলা। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন হরিয়ানা পুলিশের এক সাব-ইনস্পেক্টরের পুত্র

পুনর্বিন্যাস ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত কেন?

মহিলা সংরক্ষণ বিল তো ২০২৩ সালেই পাশ হয়েছে

রিজিজুকে কড়া জবাব রাহুলের

নয়াদিল্লি: লোকসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর মধ্যে শনিবার মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়। মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার সঙ্গে প্রস্তাবিত লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনকে যুক্ত করার কেন্দ্রীয় অভিসন্ধি নিয়ে লাগাতার সরব ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি। তৃণমূলের তরফে বিরোধিতা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সরকারের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এল।

গত ২০ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে থাকায় বিলটি নিয়ে বিরোধীদের সমর্থন আদায়ের জন্য গত কয়েকদিন ধরে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন রিজিজু। শনিবার ফের রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে আবেদন জানান রিজিজু। নারী স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে রাহুলের বক্তব্যের একটি ভিডিও নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের অবস্থানে নাকি 'ইতিবাচক পরিবর্তন' দেখা যাচ্ছে। তাঁর কথায়, মহিলাদের বিষয়ে রাহুল গান্ধীর মানসিকতায় দৃশ্যত পরিবর্তন এসেছে। একইসঙ্গে তিনি কংগ্রেসকে কোনও শর্ত ছাড়াই মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

তবে রিজিজুর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে বেশি সময় নেননি রাহুল। প্রায় দু'ঘণ্টার মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ স্পষ্ট করে দেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থনের প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে নতুন করে কোনও সংশয় নেই। তাঁর বক্তব্য, ২০২৩ সালেই বিলটি কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থনে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে। রাহুল সাফ বলেন, বিলটি ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, তাহলে তিন বছর পরেও এটি কার্যকর করা হয়নি কেন? আর এখন কেন এটিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে? কোনও শর্ত ছাড়াই ২০২৩ সালের আইন কার্যকর করার দাবি জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়েছিল মহিলা সংরক্ষণ আইন, যার সরকারি নাম 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'। এই আইনে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। তবে আইনটি কার্যকর করার সময়সীমাকে পরবর্তী জনগণনা এবং তার পরবর্তী ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে বর্তমান কাঠামোয় এর বাস্তবায়ন ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য হল ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য ব্যবহার করে মহিলা সংরক্ষণ দ্রুত কার্যকর করা এবং ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই তা বাস্তবায়নের পথ তৈরি করা। কিন্তু একইসঙ্গে লোকসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত করায় বিরোধীদের আপত্তি তৈরি হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন কার্যকর হলে লোকসভার মোট আসন ৫৪৩ থেকে বেড়ে প্রায় ৮৫০ হতে পারে। এর মধ্যে প্রায় ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৭৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাসের বিরোধিতা করে আসছে দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য ও বিরোধী দলগুলি। তাদের যুক্তি, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে জনসংখ্যা অনুসারে আসন বাড়ানো হলে তুলনামূলক বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলি তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণকে একসঙ্গে কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানোর জন্য এর আগে এপ্রিল মাসে বিশেষ অধিবেশনেও উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এবার বাদল অধিবেশনে ফের বিলটি পাস করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে সংসদের দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। লোকসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এই ধরনের সংশোধনী পাশ করানোর মতো প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা তাদের হাতে নেই। ফলে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সমর্থন সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতেই গত কয়েকদিনে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন রিজিজু। গত ৫ আগস্ট প্রায় ৫০ মিনিট রাহুলের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত সংবিধান সংশোধনী বিলের পাশাপাশি সংশোধিত বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন বা এফসিআরএ বিল নিয়েও আলোচনা হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর সরকার বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংসদ সচল রাখার চেষ্টা করছে। তবে সূত্রের খবর, ৫ আগস্টের বৈঠকে রাহুল স্পষ্ট করে দেন, মহিলা সংরক্ষণকে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব বিরোধীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পরদিন, ৬ আগস্টও রিজিজু ফোনে রাহুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে সূত্রের দাবি। তখন রাহুল জানান, কংগ্রেস বিষয়টি দলের অভ্যন্তরে এবং ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের অবস্থান জানাবে। এর পাশাপাশি, গত ২০ জুলাই ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের দমন-পীড়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি এবং সংসদে আলোচনার দাবিও জানিয়েছেন রাহুল। অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপের অভিযোগ নিয়েও সংসদে আলোচনা চেয়েছে বিরোধীরা। বাদল অধিবেশন শেষ হতে এখন মাত্র এক সপ্তাহের মতো সময় বাকি। ফলে মহিলা সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশন নিয়ে সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ কতটা মেটানো সম্ভব হবে, নাকি এই ইস্যুতেও সংসদ অচলাবস্থা অব্যাহত থাকবে—সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ফি বাড়ানো, আসন কমানোর অভিযোগ

যোগীরাজ্যে মাসভর আন্দোলনে উত্তপ্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রয়াগরাজ: বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কোর্সে আসন সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একদল ছাত্রের আন্দোলন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে। গত ১০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের প্রধান প্রবেশদ্বার, 'সেনেট গেট', কার্যত প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। গত ৪ আগস্ট সেখানে দিশা এবং বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত দুই ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

অচলাবস্থা কাটাতে গত ৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে দাবি করা হয়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্রনেতারা তা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বৈঠক কোনও সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছে এবং তাঁদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয়নি। ৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পোস্টটি মুছে ফেলা হয় এবং ছাত্ররা ফের আন্দোলনে বসেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য সোনালি যাদবের দাবি, ৬ আগস্টের বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনা তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে চলে। তাঁর বক্তব্য, আন্দোলনকারীদের মূল দাবিগুলির মধ্যে পাঁচ ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারের বিষয়টি আলোচনায় নিষ্পত্তি হয়নি। প্রশাসন আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার যে দাবি করেছে, তা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য' বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এই আন্দোলনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্কও তীব্র হয়েছে। ৬ আগস্ট প্রয়াগরাজে তাঁর 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচির আগে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থনে সরব হন। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ তিনি অভিযোগ করেন, ফি বৃদ্ধি এবং আসন কমানোর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছেন। তাঁর দাবি, ছাত্রদের কথা শোনার পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হচ্ছে এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারের নীতি যুবসমাজের কণ্ঠস্বর দমন করা। প্রতিবাদ করলে লাঠিচার্জ, মামলা এবং আরও কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রাহুলের ওই পোস্টটি ইতিমধ্যে ছয় হাজারেরও বেশি বার রিটুইট হয়েছে। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের জবাব দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে, ফি বৃদ্ধি চার বছর আগেই করা হয়েছিল এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি এখনও কম। আসন কমানোর অভিযোগও অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন কমানো হয়নি; বরং বহু নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠায় পড়ুয়াদের একটি অংশ সেখানে চলে যাচ্ছে এবং ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন পূর্ণ হচ্ছে না। অন্যদিকে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে প্রতি বছর ১০ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ১৪ শতাংশ করে ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ছাত্রদের উপর আর্থিক চাপ তৈরি করছে। দিশার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রনেতা চন্দ্রপ্রকাশের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা প্রায় ৬,০০০ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রভাব বিভিন্ন বিভাগে স্পষ্ট। দর্শন বিভাগে আগে যেখানে ১৯২টি আসন ছিল, বর্তমানে তা কমিয়ে মাত্র ৫০টি করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

ফি এবং আসন কমানোর পাশাপাশি ছাত্রদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি রয়েছে। তা হল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শৌচাগারগুলির উন্নত পরিকাঠামো। চন্দ্রপ্রকাশের বক্তব্য, এসব সমস্যার সমাধানও দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না। সেনেট গেটের সামনে হলুদ ত্রিপল পেতে বসে থাকা ছাত্রদের আন্দোলন এখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের স্থায়ী দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ পুষ্পেন্দ্র সরোজ, আজাদ সমাজ পার্টির সভাপতি তথা ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ সুধাকর সিং। এদিকে আন্দোলন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সামাজিক মাধ্যম পোস্টে ছাত্রদের দাবি বা আলোচনার অগ্রগতির পরিবর্তে সেনেট গেট অবরোধের প্রসঙ্গই সামনে আনা হয়েছে। ৬ আগস্টের ওই পোস্টে বলা হয়, 'দুষ্কৃতীদের' দ্বারা প্রধান প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করার বিরুদ্ধে শিক্ষক ও কর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মীর বৈঠকের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে একদিকে ছাত্রদের ফি বৃদ্ধি, আসন কমানো, প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার অভিযোগ, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি—এই দুই বিপরীত অবস্থানের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা এখনও কাটেনি। ৬ আগস্টের আলোচনার পর আন্দোলন প্রত্যাহার হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং পরদিন ছাত্রদের ফের প্রতিবাদে বসা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সঙ্গে রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন যুক্ত হওয়ায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন এখন উত্তরপ্রদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কেরও অংশ হয়ে উঠেছে।

দেশ বিদেশ
9 August, 2026 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানে চতুর্থবার সেনা অভ্যুত্থানের জল্পনা উসকে দিলেন সে-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি। তিনি সে-দেশের সেনা-সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ঘনিষ্ঠ। নকভির সাম্প্রতিক মন্তব্যে চাপে শাহবাজ সরকার

রাশিয়ার তেল কেনায় ভারত ও চিনকে ১০০% শুল্কের হুমকি : মার্কিন সেনেটে পাশ হল বিল

ওয়াশিংটন: ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোর আর্থিক শক্তির উৎস অবরুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাশিয়া ও ইরান থেকে জ্বালানি আমদানিকারী দেশগুলোর ওপর কঠোর অবস্থান নিল মার্কিন সেনেট। শুক্রবার মার্কিন সেনেটে ৮৬-১১ ভোটে একটি নতুন বিল পাশ হয়েছে, যার অধীনে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস কেনার অপরাধে ভারত ও চিন-সহ পাঁচটি দেশের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এই বিলটির নাম রাখা হয়েছে 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অব ২০২৬'। কিয়েভ সফরের পর গত ১১ জুলাই প্রয়াত হওয়া রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাঁর উদ্যোগকে সম্মান জানিয়ে বিলটির এই নামকরণ করা হয়েছে। নতুন এই আইন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বকীয় ক্ষমতার ভিত্তিতে রাশিয়ার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি তেল ও গ্যাস আমদানিকারী প্রধান পাঁচ দেশ ভারত, চিন, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়ার ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপের অধিকার দেবে। এছাড়া, এই বিলে ইরানের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে শাস্তির আওতায় আনতে ১৯৯৬ সালের 'ইরান স্যাংশনস অ্যাক্ট'-এর মেয়াদ ২০৩১ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ক্রেমলিন ঘনিষ্ঠ মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, শীর্ষ কর্মকর্তা এবং ক্রেমলিন সংলগ্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

তবে এই বিল পাশ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক কার্যকর হবে না। এটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত হওয়ার পর শুল্ক বসানো বা প্রয়োগ করার মূল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপরই ন্যস্ত থাকবে, যা বিলের চূড়ান্ত খসড়া ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। ভারতের জন্য এই বিলটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চিন বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের একক বৃহত্তম ক্রেতা হওয়ার পর দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে ভারত। ২০২৫ সালের অগাস্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতের কিছু পণ্যের ওপর ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো রয়েছে, তার ওপর অতিরিক্ত এই ১০০ শতাংশ শুল্কের হুমকি মার্কিন বাজারে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যকে চরম ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই সময় থেকে ভারত সস্তায় রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়ে দেয়, যা দেশের শোধনাগারগুলোর খরচ কমাতে এবং জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। মধ্যপ্রাচ্যে হরমুজ প্রণালী ঘিরে সংকট তৈরির পর সেই নির্ভরতা আরও বেড়ে যায়। এর আগে ২০২৫ সালের অগাস্টে রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ওয়াশিংটন ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, যার ফলে কিছু রপ্তানি দ্রব্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। তবে শুল্ক বাড়লেও ভারতের আমদানি কমেনি; বরং ২০২৬ সালের জুন মাসেই ভারতের রাশিয়ার তেল আমদানি একলাফে ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে।

নয়াদিল্লি অবশ্য শুরু থেকেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে যে, তাদের জ্বালানি ক্রয় সম্পূর্ণভাবে জাতীয় স্বার্থ ও দেশের শক্তি সুরক্ষার নীতি দ্বারা পরিচালিত। বিলটির প্রক্রিয়া আরও এগোলে ভারত আবার তাদের এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিনেটে অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিলটি এখন মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে (প্রতিনিধি পরিষদ) পাঠানো হয়েছে, যা আগামী ৩১ অগাস্ট পুনরায় বসবে। প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি পাশ হওয়ার পরই তা চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে।

ইউপিআই পেমেন্টে অতিরিক্ত চার্জ?

নয়াদিল্লি: খুচরো টাকা হোক বা বড় কোনও পেমেন্ট, ইউপিআই ব্যবহার করে কাউকে টাকা পাঠানো এখন সব প্রজন্মের কাছেই খুব সহজ আর সাবলীল বিষয়। কিন্তু ডিজিটাল ভারতে অনলাইনে পেমেন্ট করতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয়? সম্প্রতি লোকসভায় নয়া বিল পাশ হতেই আমজনতার মধ্যে সংশয় বাড়ছে।

কেন্দ্র সরকারের অর্থ মন্ত্রক সংসদে পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল পেশ করেছে। এই বিলে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে ২ হাজার টাকার বেশি বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এমডিআর প্রযোজ্য হতে পারে।

লোকসভায় পাশ নয়া বিল

এমডিআর হল ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর উপর ধার্য হওয়া একটি ফি। অর্থাৎ, কোনও গ্রাহক ১০০ টাকার পণ্য কিনলে এবং সেখানে ১ শতাংশ এমডিআর থাকলে ব্যবসায়ীর কাছে পুরো ১০০ টাকা না গিয়ে নির্দিষ্ট অংশ পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা বা ব্যাঙ্কের কাছে যেতে পারে। ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও জনপ্রিয় করতে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ইউপিআই এবং রুপে ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে এই এমডিআর জিরো করা হয়। কেন্দ্রের তরফ থেকে যে বিল পাশ করানো হয়েছে তাতে স্পষ্ট করে বলা আছে যে ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এই নতুন নিয়ম তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সাধারণ গ্রাহকদের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ এখনই ইউপিআই লেনদেনে সাধারণ গ্রাহকদের কোনও অতিরিক্ত চার্জ দিতে হচ্ছে না।

মণিপুর মামলায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

আইনি ধর্মীয় জমি জবরদখল চলবে না : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: বিজেপি-শাসিত হিংসাদীর্ণ মণিপুরে কোনও ধরনের ধর্মীয় উপাসনাস্থলের জমিতে বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। মেইতেই ও কুকি সংঘাতের জেরে রাজ্যজুড়ে প্রায় ২৫০টি গির্জা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে বলে উঠে আসা তথ্যের পর্যালোচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিচারপতি গীতা মিত্তল কমিটির জমা দেওয়া রিপোর্ট ও দুটি ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর শীর্ষ আদালত মণিপুর প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, যেসব স্থানে আইনিভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় কাঠামো আগে বিদ্যমান ছিল, সেই জমি যেন কোনওভাবেই দখল না হয় এবং সেখানে যাতে নতুন কোনও বেআইনি নির্মাণ না গড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। আদালতে খ্রিস্টান ধর্মীয় সংস্থাগুলির পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী শাহরুখ আলম জানান, হিংসার সময় ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়েছে, যার ফলে উপাসনাস্থলগুলির জমি সংক্রান্ত নথিপত্রও হারিয়ে গেছে। এমনকী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া কিছু গির্জার জমিকে বর্তমানে শরীরচর্চাকেন্দ্র বা 'জিমে' রূপান্তরিত করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। 'এডিএফ ইন্ডিয়া' নামক আইনি অধিকার রক্ষাকারী সংস্থার সহায়তায় বর্ষীয়ান আইনজীবী হুজাফা আহমাদী ও শাহরুখ আলম আদালতে মূল চারটি বিষয় উত্থাপন করেন। এগুলি হল ক্ষতিগ্রস্ত গির্জাগুলির পুনর্নির্মাণ, নতুন করে জবরদখল আটকানো, বিদ্যমান দখলদারি উচ্ছেদ এবং হারিয়ে যাওয়া জমির দলিলপত্র পুনরুদ্ধার। শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের নির্দেশ দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত গির্জা কর্তৃপক্ষ চাইলে তাঁদের দখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তির সমস্ত তথ্য ও বিবরণ যাচাই ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিচারপতি গীতা মিত্তল কমিটির কাছে জমা দিতে পারবেন। মণিপুরের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত একাধিক আবেদনের শুনানিকালে শীর্ষ আদালত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ তদারকির জন্য গঠিত এই বিচারপতি গীতা মিত্তল কমিটির মেয়াদ ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। আগামী ১০ অগাস্ট এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মণিপুরে ভাঙচুর হওয়া উপাসনাস্থল রক্ষায় রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা সংস্কারের জন্য কী পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার জবাব চেয়েছিল। 'মেইতেই খ্রিস্টান চার্চেস কাউন্সিল'-এর তরফে জানানো হয়েছিল যে জাতিগত হিংসায় প্রায় ২৪৭টি গির্জা ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া ইম্ফলের আর্চবিশপ ডমিনিক লুমনের দাবি অনুযায়ী, সহিংসতা শুরুর প্রথম ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই মেইতেই খ্রিস্টানদের অন্তত ২৪৯টি গির্জা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক এই কঠোর অবস্থান ধ্বংস হওয়া উপাসনাস্থলগুলির আইনি অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠায় নতুন আশা জাগাচ্ছে।

নৃশংসভাবে খুন তৃণমূলকর্মী

(প্রথম পাতার পর) আজকে তৃণমূল সরকারের সময় হলে সারাদিন এই খবরটাই চালানো হত! শুভেন্দু অধিকারীর পুলিশের নির্মমতার প্রমাণ— উত্তর ২৪ পরগনার হালিসহরে তৃণমূলের নিষ্ঠাবান কর্মী বিরজু কেওটকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালানো এবং মর্মান্তিক মৃত্যু। তৃণমূল সাফ জানিয়েছে, পুলিশি হেফাজতে এই মৃত্যু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি সরাসরি রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে চলা পুলিশি সন্ত্রাসের চরম বহিঃপ্রকাশ। থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনার এবং মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের জোরপূর্বক মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার অপচেষ্টা চলছে। ধিক্কার এই জনবিরোধী বিজেপি সরকারকে এবং তাদের অনুগত পুলিশ প্রশাসনকে! বাংলার মানুষ এই অন্যায় কখনই বরদাস্ত করবে না। নিহত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রী বলেন, হালিসহর থেকে তাকে ধরা হয়েছিল। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে ডাকা হয়। আমি জামাকাপড় দিয়ে আসি, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। এরপর তার উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলে তার প্রমাণ রয়েছে তার শরীরেই। তাঁর অভিযোগ, ভোরের দিকে থানাতেই মারা যায়। তারপর হাসপাতালে দেহ ফেলে রেখে চলে যায় পুলিশ। এখন পোস্টমর্টেমের জন্য আমাকে জিডি করতে বলা হয়েছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। এটা প্রশাসন? মানুষ কার কাছে বিচার চাইবে?

কে সুরক্ষা দেবে সাধারণ মানুষকে

(প্রথম পাতার পর) এটি তখন আইনের শাসনের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। অভিষেক লেখেন, বিরজু কেওট। এফআইআর-এ তাঁর নাম ছিল না। তবুও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। হেফাজতে থাকাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করেছিল। এই কথাগুলি আরেকবার পড়ুন। তারপর ভাবুন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার কথা। অভিষেকের কথায়, বিজেপি-শাসিত বাংলায় পুলিশের বাড়াবাড়ি এবং রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাগুলোকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। পুলিশ যখন নিজেই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন নাগরিকদের সুরক্ষা কে দেবে? সে প্রশ্ন থেকেই যায়? জনগণকে যে 'পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এটিই যে সেই পরিবর্তন এমন ভান আমরা আর কতদিন করব? প্রশ্ন অভিষেকের।

অবনীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই লিখতে শুরু করেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর যে-কোনও কাজেই দারুণ ভরসা ছিল রবীন্দ্রনাথের। ১৯৪১-এর ৭ অগাস্ট ছিল অবনীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিন। বাংলা তারিখ অনুযায়ী বাইশে শ্রাবণ। ওই দিনই চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দুজনের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

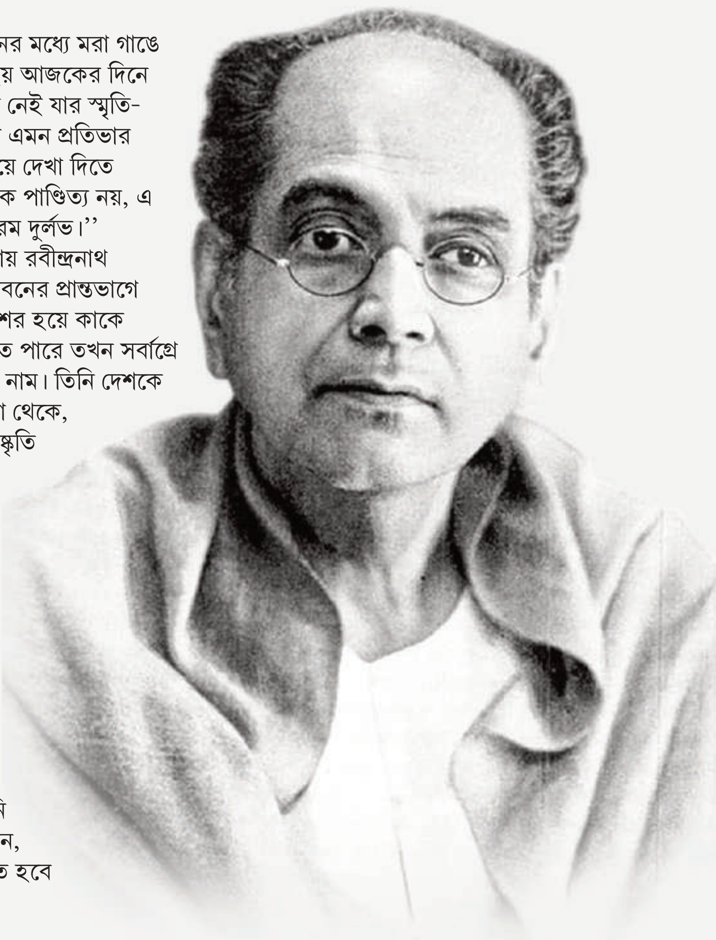

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত রেখার জগতের মানুষ। অনেক পরে প্রবেশ করেছিলেন লেখার জগতে। বলা হয়— তিনি ছবি লিখতেন আর কথা আঁকতেন। তাঁর অসাধারণ গদ্যের শুরুর দিনগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটদের উপযোগী বিশুদ্ধ বাংলা বইয়ের অভাব দূর করতে রবীন্দ্রনাথই অবনীন্দ্রনাথকে লেখার অনুরোধ করেন। বলেন, ''অবন, তুমি লেখো-না,— যেমন ক'রে মুখে মুখে গল্প ক'রে শোনাও, তেমনি ক'রেই লেখো।''

প্রথমদিকে একেবারেই সাহস পাননি অবনীন্দ্রনাথ। ভরসা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''তুমি লিখে যাও, আমি তো আছিই। ভাষার কোনও দোষ হ'লে তার ভার আমার ওপরেই না-হয় ছেড়ে দিয়ো, শুধ্‌রে দেবো।''

উৎসাহ পেয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শকুন্তলা'। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে আগাগোড়া পড়লেন। কিছুই কাটলেন না। অবনীন্দ্রনাথ বল পেলেন। তারপর একে একে লিখলেন 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্‌রীর দেশে'।

অবনীন্দ্রনাথ বারবার জানিয়েছেন, ''গল্প লেখা আমার আসতো না। রবিকা-ই আমার গল্প-লেখার বাতিকটা ধরিয়েছিলেন।''

তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সৃষ্টি করেছিলেন নিজস্ব ভাষা। অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য লিখতেন সহজ-সরল ভাবে। বড়দের জন্য লিখেছিলেন 'বাংলার ব্রত', 'কথিকা', 'আপন কথা'র মতো প্রবন্ধ। সেই লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

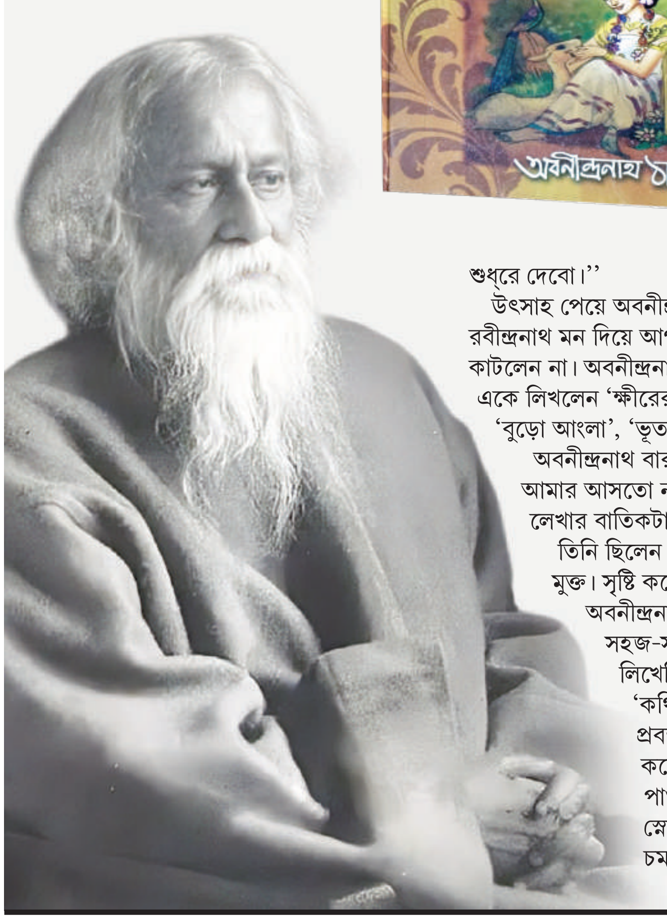

পাণ্ডুলিপি পড়ে চিঠি দিয়েছিলেন স্নেহের ভাইপোকে, ''অবন, কী চমৎকার— তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে— এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি— সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ।''

পরে 'ঘরোয়া'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।''

ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর ভালবাসা। তাঁর যে কোনও কাজেই দারুণ ভরসা ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'চিত্রাঙ্গদা' শেষ করে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ''অবন, তোমায় ছবি দিতে হবে চিত্রাঙ্গদার জন্যে।''

অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতেই ছিল স্টুডিয়ো। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদার ছবি ঠিক কেমন হবে। সেই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তার পর থেকে এত কাল রবিকার সঙ্গে বহু বার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"

কাকা-ভাইপো। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। দুজনের বয়সের ব্যবধান ছিল ১০ বছর। রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন ও স্বদেশি অন্দোলনের প্রিয় ভাইপো ছিলেন অন্যতম সঙ্গী এবং উদ্যোক্তা। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "রবিকা বলতেন 'অবন একটা পাগলা' সে কথা সত্যি। আমিও এক এক সময় ভাবি, কী জানি কোন্ দিন হয়তো সত্যি খেপে যাব।"

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পিছনে পরোক্ষভাবে ভূমিকা ছিল অবনীন্দ্রনাথের। তখন চিত্রশিল্পী হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের। তিনি ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি আশ্চর্য টান অনুভব করতেন। ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে আসেন। পরিচিত হন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কলকাতায় থাকার সময় রোটেনস্টাইন জোড়াসাঁকোতে যেতেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার নব্য শিল্পচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে। আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ থাকতেন শ্রোতা হিসেবে। রোটেনস্টাইন তখনও জানতেন না রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা। একজন চিত্রকর হিসেবে তাঁর রবীন্দ্রনাথের ওই শান্ত, শোভন মূর্তি ভালো লাগত। রোটেনস্টাইন সেই সময় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি আঁকেন। সেই প্রতিকৃতি 'গীতাঞ্জলি' বইয়ে রয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার অন্তরালে রোটেনস্টাইনের অবদান কিছু কম ছিল না। এই দুজনের মধ্যে সেতু রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথই।

অবনীন্দ্রনাথের ইংরেজি জন্ম তারিখ ৭ অগাস্ট। সেই উপলক্ষে একবার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতেই জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে অবনীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন নন্দলাল বসু, গৌরী ভঞ্জ, রানি চন্দ, বিনায়ক মাসোজি প্রমুখ। ঠাকুরবাড়িতে বরাবরই জন্মাষ্টমীর দিনে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হত। তবে তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র মুকুলচন্দ্র দে প্রতি বছর ৭ অগাস্ট জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে জন্মদিন পালন করতেন।

১৯৪১-এর ৭ অগাস্ট ছিল অবনীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দিনটা যথাযথভাবে পালিত হোক। কিন্তু সেটা হয়নি। সেই দিন রচিত হয়েছিল শোকের আবহ। কারণ, ওই দিনই চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভগ্ন হৃদয়ে অবনীন্দ্রনাথ পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে এঁকেছিলেন একটি ছবি— সেই ছবি রবীন্দ্রনাথের অন্তিমযাত্রার। বাংলা তারিখ অনুযায়ী দিনটা ছিল বাইশে শ্রাবণ।

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 August, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

শ্যামাপ্রসাদী সরকার বাংলা কিন্তু চায়নি

ফেসবুকে যারা গান্ধীজিকে ব্রিটিশের দালাল বলে আর প্রকাশ্যে নেতাজিকে বলে 'গুন্ডা' আর বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় যাদের অতি-আগ্রহ, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদী বৃত্তান্ত সংযোজনে যাদের অতি-তৎপরতা, আজ তাদের মুখের সামনে আয়না ধরার দিন। ৯ অগাস্টের ঐতিহাসিক সংগ্রাম স্মরণ করার দিন, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দিনও। কলমে **দেবু পণ্ডিত**

মাতঙ্গিনী হাজরা

দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের কংগ্রেস কর্মী মহেন্দ্রনাথ দলুই-এর দোকান ঘরের দোতালায় এক গোপন সভায় জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখানেই ছিল সেই দোকান

রাজ্যে এখন শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।

শুভেন্দু মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নাকি গুণী মানুষ, কবিতাবেত্তা, এমনটাও শুনেছি। সেই শমীক প্রকাশ্যে বলেছেন, রাজ্যে আর বাবরের সরকার চলবে না। রাজ্যে এখন শ্যামাপ্রসাদের সরকার রাজ করবে।

একথা বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা ঈশ্বর জানেন। আমরা কেবল ইতিহাস পড়ে জেনেছি, বাংলা, বিশেষত শুভেন্দুবাবুর জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলা, কোনও দিন শ্যামাপ্রসাদের সরকার চায়নি। বরং ঘৃণাভরে তা বর্জন করেছিল।

অন্য পথের পথিক হতে চেয়েছিলেন সেখানকার মানুষ।

আর আজ কিনা সেই মেদিনীপুরের ভূমিপুত্রকে মাথায় বসিয়ে শ্যামাপ্রসাদী সরকারের বন্দোবস্ত!

অবাক হওয়ার দিন আজ!

লজ্জা পাওয়ারও দিন!

পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উত্তাল প্রহরে। পুনরায় পড়তে হবে সেই বহ্নিমান দিনগুলোর ইতিহাস।

বিপ্লবী আন্দোলনের বীজ বোনা হয়েছিল লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেই। ১৯৩০ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার নরঘাটে হলদি নদীর তীরে লবণ তৈরি করতে গিয়ে গ্রেফতার হন বিপ্লবীরা।

১৯৪২ সালের ৯ অগাস্ট গান্ধীজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন। উত্তাল হয়ে উঠল মেদিনীপুরের মাটি।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরুর পরেই মেদিনীপুরে বিপ্লবী কার্যকলাপ রুখতে ধরপাকড় শুরু করে ব্রিটিশরা। তমলুক মহকুমায় কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়ারা দাবি জানান, গ্রামবাসীদের প্রয়োজন না মিটিয়ে খাদ্যশস্য বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। ১৯৪২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার দনিপুর বাজারে স্থানীয় চালকল থেকে নৌকো বোঝাই করে চাল নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীরা বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের গুলিতে তিনজন গ্রামবাসী নিহত হন। সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়রা সিদ্ধান্ত নেন, ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় একই দিনে একযোগে ব্রিটিশদের শক্তিকেন্দ্র থানাগুলি আক্রমণ করা হবে। তমলুক মহকুমার ৬টি থানার মধ্যে ৪টি থানা এলাকায় আগের দিন রাতে রাস্তা কেটে, রাস্তায় গাছ ফেলে অবরোধ করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে তমলুকের বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে চারিদিক থেকে তমলুক শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তমলুক শহরের বানপুকুরের কাছে বাধা কাটিয়ে মিছিল এগোনোর সময় পুলিশ ও মিলিটারি গুলি চালালে মাতঙ্গিনী হাজরা-সহ ১২ জন নিহত হন। একইদিনে মহিষাদল থানা আক্রমণের সময় পুলিশের গুলিতে ১৩ জন নিহত হন।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে বিধ্বংসী ঝড় ও বন্যায় তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বেশিরভাগ কাঁচাবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।, মারা যায় গবাদি পশু। এর মধ্যেও ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার চলতে থাকে।

১৬ অক্টোবর প্রাকৃতিক ঝড় বন্যা মহামারী সেই সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসনের নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রতিষ্ঠা করল সমান্তরাল জাতীয় সরকার ।

দিনটি ছিল ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২, বাংলায় পয়লা পৌষ ১৩৫০ সন। সরকারের নামও ঠিক করা হল। মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।

তমলুক মহাকুমার কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র 'বিপ্লবী' পত্রিকা। সেখানে ২৬ জানুয়ারি ১৯৪২ এ প্রকাশিত হল একটি প্রতিবেদন। শিরোনাম 'তমলুকে নবযুগ স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন'। তাতে লেখা হল, "মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহাকুমার ব্রিটিশ রাজ্যের পরম আরামের সুখ শাসন ঘরের মতো মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে। তখন থেকে চলছে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য-সামন্ত সুরক্ষিত কয়েকটি মাত্র ছোট ছোট ঘাঁটি থেকে পল্লী অঞ্চলে ব্রিটিশ পশুর অবর্ণনীয় অত্যাচার । এইভাবে তমলুক মহাকুমার সম্প্রতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল যে ওইরকম অরাজক মগের মুল্লুক অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না । তাই মহকুমা কংগ্রেস শুভ পয়লা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২, মহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রবর্তন করেছে। ভাবি মহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনের সংকল্প নিয়ে, বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত একজন সর্বাধিনায়ক এর উপর জাতীয় শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তিনি তার মন্ত্রী মণ্ডলী নিয়ে শাসন চালাচ্ছেন শুধু ঠিক এইভাবে ২৬ শে জানুয়ারি কোন ১৯৪৩ স্বাধীনতা দিবসে নন্দীগ্রাম মহিষাদল সুতাহাটা ও তমলুক থানার একজন করে অধিনায়ক এর উপর তার মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করে নিয়ে থানায় জাতীয় সরকার চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে । আশা ও বিশ্বাস করি তমলুক মহাকুমার তাদেরই জাতীয় সরকার কে শক্তি, সমর্থন, অর্থ ও আনুগত্য দিয়ে এই মহাকুমা থেকে ব্রিটিশ শাসনের সকল চিহ্ন একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে পূর্ণ নবযুগের প্রবর্তন করবে ।"

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন মহাত্মা গান্ধী

(এরপর ১৩ পাতায়)

শ্যামাপ্রসাদী সরকার বাংলা কিন্তু চায়নি

(১২ পাতার পর)

ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'আগস্ট আন্দোলনের সময় আমাদের মেদিনীপুরের তমলুকে যে বীর্য ও সূর্যের যে ধৈর্য ও সহ্যশক্তি যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় শুধু কতিপয় নেতা নয় আপামর জনসাধারণ দিয়েছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

আর মেদিনীপুরে যখন এসব হচ্ছিল, তখন কোন ভূমিকা পালন করছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?

ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। ৯ অগাস্ট, ১৯৪২ তখনও আসেনি। ২৬ জুলাই, ১৯৪২-এ শ্যামাপ্রসাদ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন আর্থার হারবার্টকে চিঠিতে লেখেন— 'কংগ্রেস খুব শীঘ্রই যে ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দিতে চলেছে এই যুদ্ধের সময়, তা প্রতিরোধের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। যে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, তা আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। যুদ্ধের জন্য হয়তো তা একটু সীমাবদ্ধ, কিন্তু জনসাধারণের ভোটেই তো আমরা মন্ত্রী হয়েছি। আমরা মন্ত্রীরা মানুষকে বোঝাব যে ব্রিটেনের স্বার্থে নয়, ভারতের জনসাধারণের স্বার্থেই আমাদের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হবে।'

শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামেও যোগ দেননি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার অন্যতম কর্মসূচি ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে হিন্দু যুবকদের নাম লেখানো (সুভাষচন্দ্র বসু, পৃ. ১৯, আনন্দ, রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড)।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন রামমোহন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঢেউ উঠেছিল নবজাগরণের। এই ঐতিহ্যে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিদ্বেষের জায়গা ছিল না। এই ঐতিহ্যই বাংলাকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সারা দেশের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গা করে দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতি ছিল এই ঐতিহ্য-বিরোধী। তা ছিল এক দিকে মুসলিম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে ব্রিটিশদের সঙ্গে অনেকটাই সহযোগিতামূলক।

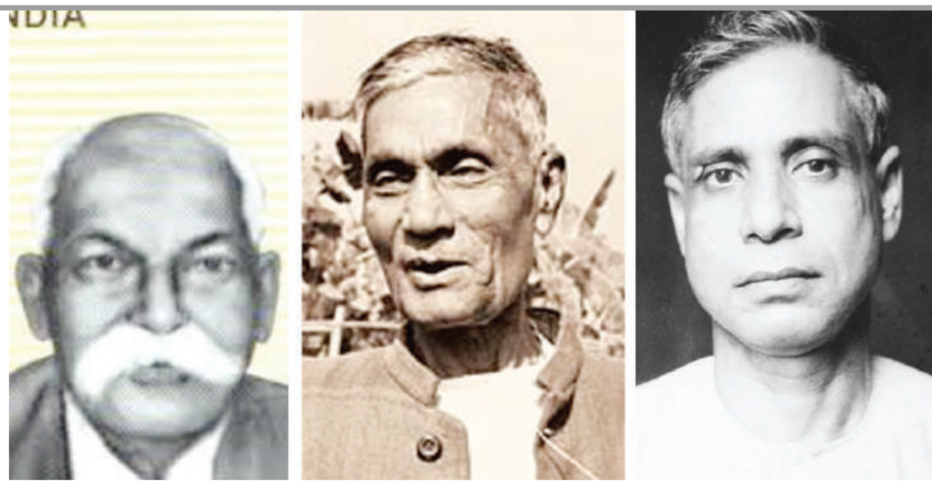

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের তিন স্থপতি (ডান দিক থেকে) অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও সুশীল ধাড়া

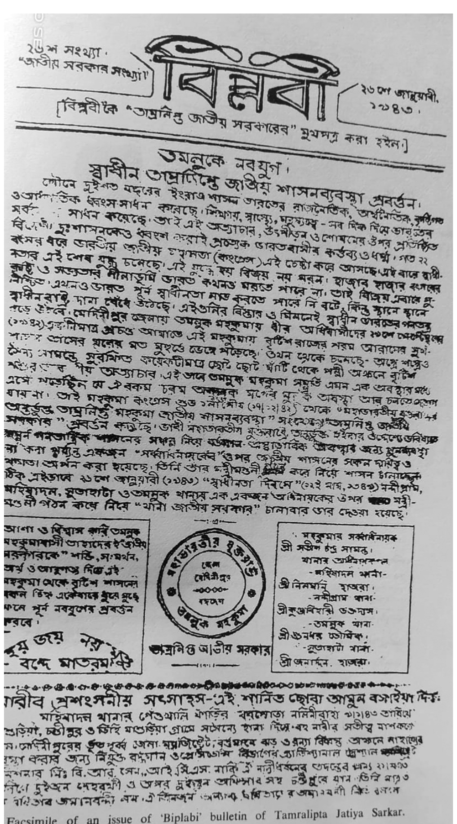
২৬শ সংখ্যা।
"জাতীয় সরকার সংখ্যা।"
বিপ্লবী
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৩।
[বিপ্লবীকে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের" মুখপত্র করা হইল।]
তমলুকে নবযুগ।
স্বাধীন তাম্রলিপ্তে জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন।

Facsimile of an issue of 'Biplabi' bulletin of Tamralipta Jatiya Sarkar.

তাই '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যখন মাতঙ্গিনী হাজরা গুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন, তমলুকে স্বাধীন সরকার গঠিত হচ্ছে, তখন শ্যামাপ্রসাদ এই আন্দোলনকে 'অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা' বলছেন এবং নিজেকে ও দলকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতে প্রবেশ করছে— এই সংবাদে যখন দেশ জুড়ে প্রবল উত্তেজনা, তখন শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য হিন্দু যুবকদের আহ্বান করছেন।

আজকাল বিজেপির লোকেরা প্রায়ই আক্ষেপ করে বলেন, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই তারা শ্যামাপ্রসাদকে ভুলে থেকেছে। পাঠ্য পুস্তক থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু উল্লিখিত তথ্যগুলি বলছে, শ্যামাপ্রসাদকে বিস্মৃত চরিত্রে পরিণত করেই বাঙালি প্রমাণ করেছে যে তারা আত্মবিস্মৃত জাতি নয়।

আজকের দিন সেই সত্যিটা জোর গলায় বলার দিন।

আজ পথ বেছে নেওয়ার দিন।

আজ আত্মপরিচয় তুলে ধরার দিন।

আজ আসলে শ্যামাপ্রসাদের নামে যে আদিখ্যেতা, ন্যাকামি, ধাষ্টামো শুরু হয়েছে, তার মুখোশ খোলার দিন।

এই প্রসঙ্গেই আসে বীর সুভাষের পাশে দালাল শ্যামাপ্রসাদকে রেখে তুল্যমূল্য বিচার করার বিষয়টি।

শ্যামাপ্রসাদ নাকি তাঁর দিনলিপিতে লিখে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না। সোজা কথাটা স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার, সুভাষচন্দ্র বসু যে ধরনের নেতা ছিলেন, তাতে তাঁর সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত বিরোধ না থাকারই কথা। আসলে বিরোধটা ছিল নীতিগত। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া উচিত। রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা। হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থকে পরস্পরের পরিপন্থী বলে তিনি মনে করতেন না। বরং খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য-শিক্ষার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ অভিন্ন বলে মনে করতেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি থাকার সময় কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগের সদস্য হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কারণ ওই সংগঠনগুলি তখন আগের চেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিল। অন্য দিকে, শ্যামাপ্রসাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু মানসিকতার ভিতরে রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ও সেই চেতনাকে মুসলিম বিদ্বেষে পরিণত করা। সেটিকে তিনি রাজনৈতিক পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যেটা ছিল সেটা হল তীব্র নীতিগত বিরোধ। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা প্রসারের ক্ষতি করবে। ফলে শ্যামাপ্রসাদ এবং হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তিনি বিরোধিতা করেন। সেটা এতই আপসহীন ছিল যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, ''সুভাষচন্দ্র আমার সাথে দেখা করেন এবং বলেন, হিন্দু মহাসভা যদি বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠন হিসবে মাথাচাড়া দিতে চায়, তবে সেটা জন্মের আগেই গুঁড়িয়ে দিতে বাধ্য হব, যদি বলপ্রয়োগ করতে হয়, তা হলে সেটাই করব।''

তাই, সুভাষকে আঁকড়ে ধরলে শ্যামাপ্রসাদকে বাদ দিতেই হবে। ঠিক যেমন অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়াদের পরম্পরা অনুসারী হলে শ্যামাপ্রসাদে নতমস্তক হওয়া যায় না।

বেওহর রামমনোহর সিনহার আঁকা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চিত্র

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার নিয়ে যিনি গর্ববোধ করেন, তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান, তিনি ইতিহাসের কোন সূত্র মেনে শ্যামাপ্রসাদী পরম্পরায় ডিঙি ভেড়ান?

মিলছে না, কিছুতেই হিসেব মিলছে না। গুণ ভাগ করে অবশিষ্ট রয়ে যাচ্ছে কেবল সুবিধাবাদ ও সুবিধাবাদ।

শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে বিজেপির মিথ্যা প্রচার যে কতদূর যেতে পারে, আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই রচনায় ইতি টানব।

এটাও ১৯৪২-এর ঘটনা। কাজী নজরুল ইসলাম প্রচণ্ড আর্থিক ও শারীরিক দুর্দশায় পড়েছেন। তথাগত রায়েরা বলেন, এই সময় নাকি কবির ধার শোধ করে এবং মধুপুরে নিজেদের বাড়িতে রেখে তাঁর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি এই কথার সমর্থনে তথ্য কোথাও খুঁজে পাইনি।

বরং যেটা খুঁজে পেয়েছি, সেটা হল, নজরুল গুরুতর অসুস্থ হয়ে তাঁর বাক্রোধ হওয়ার পর নিজেই চিঠি লিখে জানান সুফি জুলফিকার হায়দারকে। হায়দার সাহেব সেই খবর দেন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক সাহেবকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন মন্ত্রিসভার সদস্য। হক সাহেব নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে জানান। নজরুলের চিকিৎসা করছিলেন ডাঃ ডি এল সরকার। তিনিই নজরুলের পরিবারকে সম্মত করিয়েছিলেন মধুপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁরা রওনা দিতে পারছিলেন না। এই সময়ে শ্যামাপ্রসাদ এসে দেখা করে পাঁচশো টাকা দেন। কৃতজ্ঞচিত্তে নজরুল তা গ্রহণ করেন।

মধুপুর থেকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে তিনি পত্রে লিখেছিলেন, ''আরও পাঁচশ' টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে

শ্যামাপ্রসাদ

আসবেন, নিয়ে আসবেন।'' এই অর্থসাহায্য তিনি পেয়েছিলেন, এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

মধুপুরের চিকিৎসায় ফল না পাওয়ায় দু'মাস পরেই নজরুলকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। নজরুলের মস্তিষ্কের যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সংবাদপত্রে খবর বেরোলেও প্রায় কেউই তাঁকে দেখতে পর্যন্ত যাননি।

এর পর নজরুলকে বাড়িতে আনা হয়। বহু বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, আর যুগ্ম-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও সুফি জুলফিকার হায়দার। এই কমিটি থেকে পাঁচ মাস নজরুলের পরিবারকে দুশো টাকা করে সাহায্য পাঠানো হয়।

পাঁচ মাস পরে কোনও এক কবি কমিটিকে জানান, সাহায্যের টাকায় নজরুলের পরিবারে আশ্রিতদের নিয়ে সকাল-বিকাল মন্ডা-মিঠাই খাওয়া হচ্ছে। কোনও অনুসন্ধান না করে কমিটি আচমকাই টাকা বন্ধ করে দেয়। ক্ষুব্ধচিত্তে সে দিন যুগ্ম সম্পাদক হায়দার সাহেব শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে গিয়ে টাকা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ সরাসরি বলেছিলেন, ''না আর টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। যা শুনলাম, সাহায্য করার মতো ব্যাপারটা নয়। আগে জানতে পারলে তাও করতাম না।''

এই হল বিদ্রোহী কবির সাহায্যকারী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বরূপ।

লোকগুলোকে চিনতে দেবে না বলেই চারদিকে এত ঢাক পিটিয়ে মিথ্যে প্রচার চলছে।

বিপ্লব-স্পন্দিত ৯ অগাস্টে তাই এদের জন্য থাক একরাশ ঘৃণা।

আর মাতঙ্গিনী হাজরা, অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়ার মতো অগ্নিময় মানব-মানবীর জন্য থাক এক অঞ্জলি ফুল।

বন্দে মাতরম্

মাঠে ময়দানে
9 August, 2026 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিওলে ডেভিস কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া

টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা
বর্ডার মেডেল হেডের

ব্রিসবেনে বর্ষসেরা হয়ে বর্ডার মেডেল হাতে হেড। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠানে।

সিডনি, ৮ অগাস্ট : তাঁর ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছিলেন উইকেটকিপার ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি। কিন্তু শেষমেশ তাঁকে টপকে বর্ষসেরা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার হিসাবে অ্যালান বর্ডার মেডেল পেলেন ওপেনার ট্রাভিস হেড।

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার অ্যালান বর্ডার মেডেল হাতে তুললেন হেড। তাঁকে নিয়ে পাঁচজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার পরপর দুবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ব্রিসবেনের অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বভাবতই সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন বাঁহাতি এই মারকুটে ব্যাটার। গতবছর হেড এই সম্মান হাসিল করেছিলেন বেশ সহজেই। কিন্তু এবার তাঁকে কঠিন লড়াইয়ের সামনে ফেলে দিয়েছিলেন ক্যারি। তিনি ক্যারিকে মাত্র এক ভোটে হারিয়েছেন। মিচেল স্টার্কও হেডের থেকে স্রেফ তিন ভোট কম পেয়েছেন। প্লেয়ার, আম্পায়ার, মিডিয়ার ভোটে সেরাদের বেছে নেওয়া হয়। সিডনিতে হেডের ম্যাচ জেতানো ১৬৩ তাঁকে খেতাব পেতে সাহায্য করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ মরশুমে হেড চারটি সেঞ্চুরি করেছেন। এবার মেডেল জিতে তিনি টানা দ্বিতীয়বার এই সম্মান পাওয়া শেন ওয়ার্ন, রিকি পন্টিং, নাথান লিয়ন, স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের সমগোত্রীয় হলেন।

মেডেল পেয়ে হেড বলেছেন, আমি গর্বিত। ২০ বছর পর আমি এই মেডেল দুটো নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে পারব ভেবে ভাল লাগছে। এদিকে, ছেলেদের বিভাগে সেরা টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে শেন ওয়ার্ন খেতাব পেয়েছেন স্টার্ক। এছাড়া সেরা একদিনের ক্রিকেটার ও সেরা টি-২০ ক্রিকেটার হয়েছেন মিচেল মার্শ ও টিম ডেভিড।

ব্রুকই টেস্টে ভবিষ্যতের অধিনায়ক

লন্ডন, ৮ অগাস্ট : বেন স্টোকস অবসর নেওয়ার পর অনেকে ভেবেছিলেন হ্যারি ব্রুক টেস্ট অধিনায়ক হবেন। যাঁর উপর এখন ইংল্যান্ডের সাদা বলের দায়িত্ব। কিন্তু সবাইকে অবাক টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ফেরানো হয়েছে জো রুটকে। এতে যতই প্রশ্ন উঠুক, ইসিবি কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সঠিক বলে বর্ণনা করেছে। ২৭ বছরের ব্রুক স্টোকসের সহ অধিনায়ক ছিলেন। তাঁকেই এবার টেস্ট অধিনায়ক ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু দায়িত্ব পেয়েছেন রুট। এটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার মধ্যে অন্যতম ইসিবি নির্বাচক মার্কাস নর্থ বলেছেন, হ্যারি ব্রুক অসাধারণ ক্রিকেটার। সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যেক সিরিজেই উন্নতি করছে। আমরা টি-২০ ক্রিকেটে খুব দ্রুত হয়তো একে উঠে আসব। এখন দুইয়ে আছি। বিশ্বকাপের আগে শেষ দুটো সিরিজ জিতেছি। আমাদের দল দারুণ জায়গায় রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এরপর তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা এখনই ব্রুকের উপর নেতৃত্বের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিতে চাননি। তাঁরা মনে করেন একজনের উপর তিন ফর্ম্যাটের দায়িত্ব থাকলে চাপ হবে।

মঞ্জরেকরের খোঁচায় ঘুরে দাঁড়ান অশ্বিন

মুম্বই, ৮ অগাস্ট : সঞ্জয় মঞ্জরেকরের কড়া সমালোচনায় তিনি আহত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই পরে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছিল। জানালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

অশ্বিন বলেন তাঁর প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে মঞ্জেরকরের কথার প্রভাব পড়েছিল তাঁর বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে। তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এতে তিনি মঞ্জরেকরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে ফেলেন। এই ব্যাপারটা বজায় ছিল বেশ কয়েক বছর।

জিওহটস্টারের চিকি সিঙ্গলস অনুষ্ঠানে অশ্বিন বলেন, তিনি কিন্তু সমালোচনা গায়ে না মেখে কোথায় ভুল সেটা ধরার চেষ্টা করেছেন। এটাকেই মোটিভেশন করে উন্নতি করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আমি সঞ্জয় স্যারকে মেসেজ করেছিলাম। তিনি একটা বড় আর্টিকেল লিখেছিলেন। যা পরে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। পরে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেও ওর সঙ্গে অনেকদিন কথা বলিনি।

অশ্বিন জানান, পরের চার বছরে ফিটনেসে অনেক খেটেছেন। যেহেতু তিনি ঈশ্বরপ্রদত্ত ফিটনেসের অধিকারী ছিলেন না। পরে মঞ্জরেকরের নম্বর জোগাড় করে তাঁকে টেক্সট করে লিখেছিলেন, আপনার আর্টিকেল এর জীবন বদলে দিয়েছে। আমি সবসময় সমালোচনা থেকে শেখার চেষ্টা করি। ১০৯ টেস্টে ৫৩৭টি টেস্ট উইকেট নিয়ে অশ্বিন ২০২৪-এ অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝখানে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর সামনে ভারতীয়দের মধ্যে শুধু অনিল কুম্বলে। যার ৬১৯ টেস্ট উইকেট।

তবু সমর্থন পেয়ে যাচ্ছেন ইনফান্তিনো

জুরিখ, ৮ অগাস্ট : ক্ষমা চেয়েও রেহাই পাচ্ছেন না ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিদ্রোহের আগুন তাঁর বিরুদ্ধে জ্বলছে। তার মধ্যেই কোণঠাসা ফিফা প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো ফুটবল ফেডারেশন। পাশে পাচ্ছেন আফ্রিকার দেশগুলিকেও।

বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের অংশ বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল করলেও সমালোচনা থামেনি। উয়েফার অন্তর্গত ৫৫টি দেশ এখনও ফিফা ইভেন্ট বয়কটে অনড় রয়েছে। কারণ, তাদের একটি শর্ত এখনও মানেনি ফিফা। ফিফা সভাপতির পদ থেকে ইনফান্তিনোকে সরানোর দাবি এখনও জোরাল। এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো এবং আফ্রিকার দেশগুলি। এই সমর্থনের মধ্যেও নরওয়ে ফুটবল সংস্থার প্রধান লিসা ক্লাভনেস ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেছেন।

যদিও ফিফার অন্দরেই ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন ইনফান্তিনো। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপ-সহ ফিফার প্রথম সারির টুর্নামেন্টগুলির অংশীদারিত্ব বিক্রির পরিকল্পনার কথা জানতেন না সংস্থার সর্বোচ্চ কমিটির সদস্যরাও। ফিফার অন্যতম দুই শীর্ষকর্তা নাকি প্রস্তাবে সই করতেই রাজি হননি। চাপের মুখে ফিফাকে বলতে হয়, বিশ্বকাপ বিক্রির কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু ইনফান্তিনোকে সরানোর উদ্যোগ জারি রয়েছে। ফিফা প্রধানের বিরুদ্ধে 'ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের' অভিযোগ তুলেছেন খেলোয়াড়দের সংস্থা ফিফপ্রো-ও। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও আর্জেন্টিনা, মেক্সিকোর সঙ্গে কনফেডারেশন অফ আফ্রিকান ফুটবলের (কাফ) অন্তর্গত ৫৪টি দেশকে পাশে পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন ইনফান্তিনো।

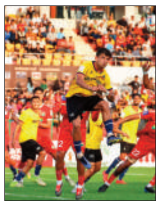

মুম্বই এফসিকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ডুরান্ডের ই গ্রুপে শীর্ষে উঠল শিলংয়ের লাজং এফসি

মাঠে ময়দানে

স্প্যানিশ দৈনিকের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

বিশ্বকাপে জঙ্গিদের টার্গেট ছিলেন মেসি

মাদ্রিদ, ৮ আগুস্ত : বিশ্বকাপে জীবনের আশঙ্কা ছিল লিয়োনেল মেসির। একটি লিক হয় যাওয়া পুলিশ রিপোর্ট থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে। টুর্নামেন্ট চলাকালীন বহু জঙ্গি গোষ্ঠীর টার্গেট ছিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। স্পেনের একটি সংবাদপত্র প্রথম এই খবর সামনে এনেছে। মেসির টার্গেট হওয়ার খবর ছাড়াও তারা জানিয়েছে বিশ্বকাপের মধ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। প্লেয়ার, রেফারি, অফিসিয়ালদের নামে হুমকি, অনলাইন কটু কথা সবই সামলাতে হয়েছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের।

স্পেনের দৈনিক ইনফর্মেশিওন ডট ইএস জানিয়েছে, বিশ্বকাপে মেসি ও আর্জেন্টিনা দলের জন্য নিরাপত্তার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা ছিল। তাও জর্ডন বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে মেসিকে টার্গেট করে হুমকি ফোন এসেছিল বলে পুলিশ ডোসিয়ের থেকে সংবাদপত্রটি জানতে পেরেছে। এমনকী ৭ জুলাই আর্জেন্টিনা বনাম ইজিপ্ট ম্যাচের আগে সমাজমাধ্যমে একজন লিখেছিলেন, আমি আটলান্টা স্টেডিয়ামে যাচ্ছি। আমার শরীরে চারটি বম্ব বাঁধা আছে। মেসিকে উড়িয়ে দেব। সেই ম্যাচেই নাকি স্টেডিয়ামের ডাস্টবিনে তিনটি ডিভাইস রয়েছে বলে ফোন এসেছিল। বম্ব স্পেশালিস্টরা সেসব উদ্ধার করেন।

রিপোর্টে বলে হয়েছে অন্যদের দিকে নজর থাকলেও সবথেকে বড় টার্গেট ছিলেন মেসিই। কিন্তু বাদ যাননি সিআর সেভেনও। একজন ফিফা কর্মী নাকি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি রোনাল্ডো কোথায় উঠেছেন খোঁজ নিয়েছিল। সর্বত্র রোনাল্ডোকে নিয়ে সমর্থকদেরও আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। রোনাল্ডোর হোটেল থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায়। সংবাদপত্রটি আরও জানিয়েছে, এক ফরাসি রেফারি হুমকি মেসেজ পেয়েছিলেন। এমনকী দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ নাকি দেশে ফেরার সময় বাড়তি নিরাপত্তা চেয়েছিলেন হুমকি পেয়েছিলেন বলে। এমনই আরও নানা ঘটনার উল্লেখ আছে সংবাদপত্রের রিপোর্টে।

রোজারিওতে প্রয়াত মেসির বাবা

বুয়েনস আয়ারস, ৮ অগাস্ট : মাত্র ক'দিন আগে বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। লিয়োনেল মেসি আবার ইন্টার মায়ামির হয়ে মার্কিন ফুটবলে অংশ নিচ্ছেন। এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রয়াত হলেন মেসির বাবা জর্জ মেসি। ৬৮ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। মেসির পরিবার থেকে কোনও বার্তা এই লেখার সময় পর্যন্ত আসেনি। তবে সংবাদপত্রে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের পর মেসির চোখে জল দেখা গিয়েছিল। কেন এই জল? তিনি বলেন কয়েকটা দিন কঠিন সময় কাটিয়েছি। পরে জানা যায় বাবা অসুস্থ।

তখন সুখের সময়। বাবা-ছেলে এক ফ্রেমে। ডানদিকে, বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের পর চোখে জল মেসির। ফাইল চিত্র

মেসির ছেলেবেলার ক্লাব ওল্ড বয়েজ এক বিবৃতিতে জর্জ মেসির প্রয়াণের খবর দিয়েছে। তারা জানিয়েছে রোজারিওতে প্রয়াণ ঘটেছে তাঁর। তিনি শুধু এই ক্লাবের সমর্থকই ছিলেন না, ছিলেন স্থানীয় ব্যাবসায়ীও। কিন্তু জর্জ মেসির পরিচিতি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়েছে মেসির বাবা বলেই। স্ত্রী সেলিয়া কুচ্চিতিনিকে নিয়ে তিনি বরাবর ছিলেন মেসির পাশে। মেসি যখন বার্সেলোনা অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন শৈশবে, তখন পরিবার ছেড়ে এই বাবাই ছিলেন তাঁর পাশে। পরে কাজ করেছেন মেসির এজেন্ট হিসাবে। কিন্তু বরাবর নিজেকে প্রচারের বাইরে রেখেছেন।

বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের পর মেসির চোখে জল দেখা গিয়েছিল। কেন এই জল? তিনি বলেন কয়েকটা দিন কঠিন সময় কাটিয়েছি। পরে জানা যায় বাবা অসুস্থ। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। ফলে এবারের বিশ্বকাপে জর্জকে দেখা যায়নি। ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছিলেন। একবার মৃত্যুর ভুয়ো খবরও ছড়িয়েছিল। বলা হয়েছিল মেসির বাবা প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু সেই মৃত্যুটাই এল। শনিবার এই খবর এসেছে।

নিরাপত্তা পেলে দেশে ফিরতে রাজি শাকিব

কলম্বো, ৮ অগাস্ট : সরকার তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিলে শাকিব অল হাসান দেশে ফিরে আইনের মুখোমুখি হতে রাজি। ২০২৪-এর মে মাসের পর থেকে শাকিব আর দেশে ফেরেননি। বর্তমানে তিনি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে জাফনা কিংসের হয়ে খেলছেন।

শাকিব বলেছেন, আমি যদি সরকারের কাছ থেকে সুনিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস পাই তাহলে আমি খোলা মনে দেশে ফিরতে চাই। মুখোমুখি হতে চাই আইনেরও। আমি জানি যে কিছু করিনি। আমার বিরুদ্ধে হাস্যকর কেস রয়েছে। শাকিব-সহ ১৪৭ জনের নামে খুন, গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগ রয়েছে আদালতে। সম্প্রতি শাকিবের মগুরার বাড়িতেও হামলা হয়েছে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শাকিবের দাবি, তিনি শুধু ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করেছেন। যেমন মাঠেও করে এসেছেন এতদিন।

বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক আগে বলেছিলেন, তাঁরা শাকিবের বিষয়টি তাঁর ফাস্ট ট্র্যাক কেসের জন্য দেখতে পারেন। যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু এখন ওই প্রেস কনফারেন্সের পর পরিস্থিতি ভিন্ন হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায়, আমরা ওকে ক্রিকেটার হিসাবে দেখতে চেয়েছিলাম। এবার আসতে হবে আইনের রাস্তা দিয়েই। শাকিব অতীতে বলেছিলেন, তিনি দেশে ফিরে ফেয়ারওয়েল ম্যাচ খেলতে চান। ৩৯ বছর বয়স হয়েছে। আর বেশিদিন খেলতে পারবেন না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

এই আবহে শাকিবের দেশে ফিরে আইনের মুখোমুখি হওয়ার বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 August, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

আয়ারল্যান্ডকে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল আফগানিস্তান

পাড়িক্কলের সেঞ্চুরি, জাদেজার ৬৩, রান নেই ঋষভ, জুরেলের

শ্রীলঙ্কা ৩৬৩-৮, ভারত ৩৫৭-৬

কলম্বোর এনসিসির মাঠে সেঞ্চুরির পর উচ্ছ্বাস দেবদূত পাড়িক্কলের। শনিবার।

কলম্বো, ৮ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে দেবদূত পাড়িক্কল সেঞ্চুরি করলেও ভারতের ব্যাটারদের মধ্যে অনেকেই রান পেলেন না। ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ০ রানে আউট হয়েছেন বিশ্ব ফার্নান্ডোর বলে। মিডল অর্ডারে ঋষভ পন্থ ২ ও ধ্রুব জুরেল ১ রান করেন। দুজনকেই ফিরিয়েছেন রমেশ মেন্ডিস। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ৩৫৭-৬। রাহুলরা শ্রীলঙ্কা একাদশের থেকে ৬ রানে পিছিয়ে আছেন।

শ্রীলঙ্কা একাদশ এদিন আর ব্যাট করেনি। কিন্তু ভারতের শুরুটা ভাল হয়নি। ০ রানে প্রথম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর রাহুল ও পাড়িক্কল মিলে ৯৬ রান যোগ করে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেন। ওই সময় আরও একটি উইকেট চলে গেলে মুশকিলে পড়তে হত সফরকারী দলকে। রাহুল ৪০ রানে আউট হয়েছেন। মনে হচ্ছিল তিনি বড় ইনিংস খেলবেন। কিন্তু আউট হয়ে যান দলের ৯৬ রানে।

তবু ভারত এত রান তুলতে পেরেছে পারিকালের অপরাজিত ১৪২ রানের সুবাদে। তিনি ১৬৪ বল খেলে ১৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে এই রান করেন। পাড়িক্কল আর রবীন্দ্র জাদেজার অপরাজিত জুটিতে কিছুটা এগোতে পেরেছে ভারত। জাদেজা ৬৩ রান করে অবসৃত হন। তবে লোয়ার অর্ডারে মানব সুতার ৪১, সারাংশ জৈন ২২ রান করেন। সারাংশ এই রান করার পর অবসৃত হন। দিনের শেষে পাড়িক্কলের সঙ্গে নট আউট রয়েছেন গুরনুর ব্রার ৩৬ রানে।

শ্রীলঙ্কা বোর্ডের নির্দেশে এনসিসি মাঠের উইকেট হয়েছে। যা পুরোপুরি পাটা। তবে হার্ড উইকেট হওয়ায় বল বাউন্স করেছে। ঘাস থাকায় সুইংও হয়েছে। তবে গলে যেহেতু স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেটে খেলতে হবে ভারতীয় দলকে তাই এখানকার ম্যাচ খুব একটা সাহায্য করছে না ভারতকে। এমনকী প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ভাল স্পিনারও দলে রাখেনি পাছে ভারতীয় ব্যাটারদের ভাল প্র্যাকটিস হয়ে যায়! তারা আটজন বোলারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ৯০ ওভার বল করিয়েছে। এদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নিয়েছেন মেন্ডিস ও অশঙ্ক মনোজ। একটি করে উইকেট নেন ফার্নান্ডো ও কেশরা নুয়ানথা।

টেস্টের আগে পারিকালের সেঞ্চুরি তাঁকে মনোবল জোগাবে। জাদেজার হাফ সেঞ্চুরিও তাঁর জন্য খুব দরকারি ছিল। মানব সুতারও রান পেয়েছেন। তবে শুভমন গিল এদিনও মাঠে নামেননি। আঙুলে চোট পাওয়ার পর মেডিকেল টিম তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে। তবে প্রথম টেস্টের আগে যেহেতু এক সপ্তাহ সময় আছে তাই শুভমন হয়তো সেরে উঠবেন।

রোহিত-বিরাটের হাতেই বিশ্বকাপ দেখছেন ধাওয়ান

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে শিখর ধাওয়ান জানালেন এই দুই সিনিয়র ক্রিকেটার বিশ্বকাপে শুধু আলাদা মাত্রা যোগ করবে না, ভারতকে কাপ জিততেও সাহায্য করবে।

বিরাট ও রোহিত বর্তমানে শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে একদিনের সিরিজে ভারত ১-২ ম্যাচে হারলেও দুজনেই রান করেছেন। কিন্তু দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে ঘিরেই প্রশ্ন রয়েছে শেষপর্যন্ত তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখা যাবে কিনা। বিরাট অবশ্য ইংল্যান্ডে দুটি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। রোহিত শেষ ম্যাচে ১৩৮ রান করেছিলেন।

প্রাক্তন ওপেনার ধাওয়ান দুই ক্রিকেটারের সঙ্গেই দীর্ঘদিন খেলেছেন। তিনি বলেন, ওরা লেজেন্ড। লম্বা সময় ধরে দেশের হয়ে পারফর্ম করেছে। বিরাট বলুন বা রোহিত, দুজনের সঙ্গেই আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। যখন ১৬ বছর বয়স তখন থেকেই ওদের চিনি। ওরা আমার থেকে ২-৩ বছরের ছোট হবে। ওরা যেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করছে সেটা দেখে আনন্দ হচ্ছে। রোহিত কিছুদিন আগে লর্ডসে সেঞ্চুরি করেছে। ওর হয়ে ব্যাট কথা বলেছে। রোহিত এটাই করে আসছে। কঠিন সময়ে রোহিত ব্যাটেই উত্তর দেয়।

এরপর ধাওয়ান আরও বলেন, বিরাট নিয়ে যত প্রশংসা করা যায় কম হবে। নিজেকে এত ফিট রেখেছে। পারফর্ম করছে। আমি নিশ্চিত এই দুজন মিলে ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করবে।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের বাইরে এবার সুদর্শনও

মুম্বই, ৮ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা সফরে চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া ক্রিকেটারের সংখ্যা আরও বাড়ল। এবার ছিটকে গেলেন সাই সুদর্শন। তাঁর পায়ের পাতায় চোট ছিল। এখন জানা গিয়েছে সুদর্শনের শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে না।

চোটের জন্য গত কয়েকদিন বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর একসেলেন্সে ছিলেন সুদর্শন। সেখানে তাঁর রিহ্যাবিলিটেশন চলছিল। ভারতীয় দল শ্রীলঙ্কা চলে গেলেও সুদর্শনের রিহ্যাব জারি ছিল বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু শেষমেশ তাঁর আর দ্বীপরাষ্ট্রে পা ফেলা হচ্ছে না। বোর্ডের একটি সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, সুদর্শন চোটের জন্য শ্রীলঙ্কায় খেলতে পারবেন না। তিনি বেঙ্গালুরুর নেটে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং ড্রিলে অংশ নিচ্ছিলেন। কিন্তু টেস্ট খেলার মতো ফিটনেসে আসতে পারেননি। গলে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৫ অগাস্ট। সুদর্শনের সেই ফিটনেসের জায়গায় ফেরা সম্ভব নয়।

> **সুদর্শন চোটের জন্য শ্রীলঙ্কায় খেলতে পারবেন না। তিনি বেঙ্গালুরুর নেটে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং ড্রিলে অংশ নিচ্ছিলেন। কিন্তু টেস্ট খেলার মতো ফিটনেসে আসতে পারেননি। গলে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৫ অগাস্ট। সুদর্শনের তাই ফিটনেসের জায়গায় ফেরা সম্ভব নয়।**

এর আগে দলে নাম থাকলেও চূড়ান্ত ফিট হননি বলে জসপ্রীত বুমরাকেও শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়নি। মেডিক্যাল টিম বুমরাকে পাঠিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি। তারও আগে ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ রেড্ডি, হর্ষিত রানা চোটের জন্য এই সফরের দলে নির্বাচিত হননি। এরমধ্যে কলম্বোতে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে ডান হাতের আঙুলে চোট পেয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল। এজন্য তাঁর পরিবর্তে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেএল রাহুল। শুভমন প্রথম দু'দিন মাঠে নামেননি।

এদিন বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুন করে আর কিছু জানানো হয়নি। প্রথমদিন তারা সমাজমাধ্যমে লিখেছিল, শুভমনের আঙুলে চোট লেগেছে। তাঁকে মেডিক্যাল টিম দেখছে। শুভমন অবশ্য দলের ডাগ আউটে ছিলেন। বোর্ড কিছু না জানালেও মনে করা হচ্ছে টেস্টের যেহেতু এখনও এক সপ্তাহ বাকি আছে, তিনি ততদিনে ফিট হয়ে যাবেন। শুভমন এর আগে ঘাড়ের ব্যাথায় ভুগেছেন। কিন্তু ফিট হয়ে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কার উড়ানে উঠতে পারেন। তবে কলম্বোতে পৌঁছেও বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে তিনি আঙুলে চোট পেয়েছেন।